সোভিয়েট ইউনিয়নে উদ্ভূত কয়েকটি অর্থনৈতিক সমস্যা প্রসঙ্গে

শোধনবাদী ক্রুশ্চেভ চক্র চক্রান্ত করে পার্টি ও রাষ্ট্রকে করায়ত্ত করার পর থেকেই সোভিয়েট রাশিয়ার একদল অর্থনীতিবিদ স্ট্যালিন তাঁর বিখ্যাত 'ইকনমিক প্রবেলসম্ অব সোস্যালিজম ইন দি ইউ এস এস আর'-এ যে বিশ্লেষণাত্মক সূত্রগুলি রেখে যান সেগুলিকে আক্রমণের লক্ষ্যস্থল করেন। তাঁদের মতে, সেগুলি ছিল 'সম্পূর্ণ ভ্রান্ত'। 'কয়েকটি অর্থনৈতিক সমস্যা' সংক্রান্ত লেখাটিতে কমরেড ঘোষ স্ট্যালিনের অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কিত চিন্তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তিটি সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে শোধনবাদী বিকৃতির রূপটি ধরিয়ে দিয়েছেন।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে স্ট্যালিন যেসব নীতি-পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন, সম্প্রতি একদল লেখক তার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা শুরু করেছেন। বিগত ছ'মাসে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এক ডজনেরও বেশি এমন প্রবন্ধ বেরিয়েছে, যেগুলির প্রধান বা একমাত্র উদ্দেশ্য হল স্ট্যালিন প্রবর্তিত বিভিন্ন অর্থনৈতিক তত্ত্বকে আক্রমণ করা। দ্য বেসিক ইকনমিক ল এধরনেরই একটি প্রবন্ধ। এটি যৌথভাবে লিখেছেন — এম আটলাস, এল কাদিশেভ, এম মাকারভ, জি সোরোকিন, ও পি ফিগুর্ণভ। ভাপ্রোসি ইকোনোমিকি পত্রিকার ১৯৬২ সালের প্রথম সংখ্যায় এটি ছাপা হয়েছে। প্রবন্ধটিতে এক জায়গায় লেখকরা বলেছেন — "যৌথ খামার সম্পত্তিকে সমগ্র জনগণের সম্পত্তিতে উন্নীত করা, কমোডিটি সার্কুলেশনকে (পণ্য বেচাকেনার অর্থনীতি) সংকুচিত করে, তার পরিবর্তে বার্টার (দ্রব্য বিনিময়) প্রবর্তন করার সঙ্গে জড়িত অর্থনীতির তত্ত্বগত বিভিন্ন প্রশ্নে স্ট্যালিন গুরুতর ভুল করেছেন। সমাজতন্ত্রে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা সবসময়ই প্রকৃত উৎপাদনকে ছাপিয়ে যাবে — এই ধারণাটি সত্য বলে অভিমত প্রকাশ করে স্ট্যালিন ভুল করেছেন। ... যুদ্ধ পরবর্তীকালে প্রথম সারির পুঁজিবাদী দেশগুলির উৎপাদনের সামগ্রিক পরিমাণ অবশ্যই কমে যাবে — একথা বলার মধ্য দিয়ে একই ধরনের ভুল তিনি করেছেন।" ঐ প্রবন্ধে লেখকরা পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মূল নিয়মগুলি সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন এবং বলেছেন যে, স্ট্যালিন তাঁর 'ইকনমিক প্রবলেমস অব সোস্যালিজম ইন দি ইউ এস এস আর' বইতে পুঁজিবাদের মূল অর্থনৈতিক নিয়ম সম্পর্কে "পুরোপুরি ভুল" ধারণা প্রচার করেছেন।

শুধু পুঁজিবাদী উৎপাদনই নয়, সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বোঝার জন্য উত্থাপিত বিষয়গুলির যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। তবে তার চেয়েও বড় কথা হল, যে স্ট্যালিন দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের সামনে অথরিটি হিসাবে রয়েছেন, তাঁর অথরিটিকে খর্ব করার উদ্দেশ্য থেকে লিখিত এই প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে লেখকরা ঠিক কী উদ্দেশ্য সাধন করতে চেয়েছেন — তা ঠিকমতো উপলব্ধি করার জন্য বিষয়গুলির গুরুত্ব অপরিসীম। তাই এইগুলিকে যত্ন সহকারে ও খুঁটিয়ে বিচার করা দরকার।

অর্থনীতির মূল নিয়ম

প্রতিটি বিশেষ সমাজব্যবস্থার নিজস্ব মূল অর্থনৈতিক নিয়ম থাকে। এই নিয়ম শুধু ঐ সমাজের উৎপাদনের বিকাশের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য বা বিশেষ কিছু প্রক্রিয়াকেই নির্ধারণ করে না, বিকাশের পথে সমস্ত মূল বিষয় বা সমস্ত প্রধান প্রক্রিয়াকেই নির্ধারণ করে। কোন একটি সমাজব্যবস্থার মূল অর্থনৈতিক নিয়ম সেই সমাজব্যবস্থার বিকাশের সমগ্র গতিপথটিকে, উৎপাদনের মর্মবস্তুকে, তার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। মার্কসবাদের বস্তুবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্ব আমাদের শিখিয়েছে — "বস্তুর বিকাশের প্রক্রিয়ার মূল দ্বন্দ্ব এবং সেই দ্বন্দ্বের দ্বারা নির্ধারিত প্রক্রিয়ার চরিত্র (quality) — প্রক্রিয়াটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিলুপ্ত হয় না। কিন্তু বিকাশের দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় যেকোন একটি স্তরের বাস্তব অবস্থা এবং অন্য একটি স্তরের অবস্থার মধ্যে প্রায়শই পার্থক্য থাকে। তার কারণ, বস্তুর বিকাশের মূল দ্বন্দ্বের চরিত্র বা প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য না পালটালেও, বিকাশের দীর্ঘ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে মূল দ্বন্দ্ব ক্রমশঃ তীব্র রূপ ধারণ করে। তাছাড়া, মূল দ্বন্দ্ব যেসব অসংখ্য ছোট-বড় দ্বন্দ্বকে প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রণ করে তার মধ্যে কিছু কিছু তীব্রতর হয়; কিছু দ্বন্দ্বের সাময়িক বা আংশিক সমাধান সাধিত হয়, কিংবা তাদের তীব্রতা হ্রাস পায়। কিছু দ্বন্দ্ব আবার নতুন করে দেখা দেয়। এইভাবে প্রক্রিয়াটি ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়েই বিকশিত

হয়।" (মাও সে-তুং, অন কন্ট্রাডিকশন, ২৯ পৃঃ)। অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রের মতো অর্থনীতির ক্ষেত্রেও মৌলিক নিয়মগুলি সহ সমস্ত বিষয়গুলি বিচার বিবেচনা করার সময় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীই সমস্ত কমিউনিস্টের কাছে পথনির্দেশক হওয়া উচিৎ। তাই যদিও একটি বিশেষ সামাজিক অবস্থার মূল অর্থনৈতিক নিয়ম সেই সমাজ স্তরে বহাল থাকাকালীন সময়ে, মূলগতভাবে অপরিবর্তিত থাকে, তথাপি যেহেতু অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিশেষ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, তাই সেই মূল অর্থনৈতিক নিয়ম মূলগতভাবে না হলেও, সেই সমাজ স্তরের বিভিন্ন পর্যায়ে আরও সুনির্দিষ্ট এবং আরও উন্নততর উপলব্ধি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, এবং এই অর্থে একটি বিশেষ বা ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে।

যেমন, পুঁজিবাদী সমাজের কথাই ধরা যাক। পুঁজিবাদের মূল অর্থনৈতিক নিয়ম কি? তা কি ল অফ ভ্যালু (মূল্যের নিয়ম)? নিশ্চয়ই তা নয়। কারণ মূল্যের নিয়ম মূলতঃ পণ্য উৎপাদনেরই একটি নিয়ম। পণ্য উৎপাদন পুঁজিবাদের আগেও ছিল, পুঁজিবাদের অভ্যন্তরেও আছে, এমনকি পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার পরেও থাকবে। অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত পণ্য উৎপাদন ও তার সঙ্গে জড়িত মুদ্রা অর্থনীতি (মানি ইকনমি) চালু থাকবে ততদিন এই মূল্যের নিয়মও কার্যকরী থাকবে। বিভিন্ন দেশে পুঁজিবাদের অসম বিকাশ, পুঁজিবাদী প্রতিযোগিতা ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে নৈরাজ্য — এইগুলির পিছনকার নিয়মও পুঁজিবাদের মূল অর্থনৈতিক নিয়ম হতে পারে না। কারণ, এই নিয়মগুলি প্রত্যেকটিই পুঁজিবাদী উৎপাদনের বিশেষ কোন কোন বৈশিষ্ট্যের গতিপ্রকৃতিকে নির্দেশ করলেও, এগুলির কোনটিই পুঁজিবাদী উৎপাদনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলিকে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মূল চরিত্রকে তুলে ধরে না। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক নিয়ম কি তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্ট্যালিন তাঁর "ইকনমিক প্রবলেমস অব সোস্যালিজম ইন দি ইউ এস এস আর" বইতে বলেছেন — "সবচেয়ে সঠিকভাবে বললে, পুঁজিবাদের মৌলিক অর্থনৈতিক নিয়ম হল উদ্বৃত্ত মূল্যের (সারপ্লাস ভ্যালু) নিয়ম। পুঁজিবাদী মুনাফার উৎপত্তি ও বৃদ্ধির নিয়ম। এই নিয়মই প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদী উৎপাদনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলিকে নির্ধারণ করে। কিন্তু উদ্বৃত্ত মূল্যের নিয়ম একটি খুবই সাধারণ ধরনের নিয়ম। এর দ্বারা সর্বোচ্চ হারে মুনাফা অর্জনের বিষয়টিকে বোঝা যায় না। অথচ একচেটিয়া পুঁজিবাদ গড়ে ওঠার ভিত্তিই হল, সর্বোচ্চ হারে মুনাফা অর্জন। এই ফাঁকটুকু ভরাট করার জন্য, উদ্বৃত্ত মূল্যের নিয়মকে পুঁজিবাদের একচেটিয়া স্তরের সঙ্গে খাপ খাইয়ে আরও সুনির্দিষ্ট ও বিকশিত করে তুলতে হবে। সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, যে কোনও হারে মুনাফা নয়, একচেটিয়া পুঁজিবাদ চায় একমাত্র সর্বোচ্চ হারে মুনাফা করতে। ফলে এইটাই হবে আধুনিক পুঁজিবাদের মূল অর্থনৈতিক নিয়ম।"

আমরা মনে করি, এই বক্তব্যের দ্বারা উদ্বৃত্ত মূল্যের নিয়ম যে পুঁজিবাদের মূল অর্থনৈতিক নিয়ম, তা অস্বীকার করা হয়নি। যেহেতু পুঁজিবাদী উৎপাদনের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য হল, উত্তরোত্তর উন্নত ও কার্যকরী পদ্ধতিতে উদ্বৃত্ত মূল্য বা মুনাফা অর্জন করা। মার্কস্ নিজেই বলেছেন, "পুঁজিবাদী উৎপাদনের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য বস্তু উৎপাদন নয়;লক্ষ্য হল উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদন বা তারউন্নত পদ্ধতিতে মুনাফা অর্জন করা (বিশেষ গুরুত্ব আমাদের দেওয়া) । তার লক্ষ্য শুধু উৎপাদন নয়, উদ্বৃত্ত উৎপাদন ...পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা সবসময়ই লক্ষ্য রাখে ন্যূনতম পুঁজি বিনিয়োগ করে সর্বোচ্চ উদ্বৃত্ত মূল্য অর্জনের দিকে (অর্থাৎ উন্নত পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ মুনাফার দিকে) অথবা উদ্বৃত্ত উৎপাদনের দিকে। (কার্ল মার্কস্ ঃ থিওরিস্ অফ সারপ্লাস ভ্যালু, দ্য ক্যাপিটাল, ৪র্থ খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃঃ ৫৫২) 'সর্বোচ্চ উদ্বৃত্ত মূল্য' এই কথাগুলি মার্কস্ ব্যবহার করেছেন স্পষ্টতই সর্বোচ্চ মুনাফা বোঝাতে। কিন্তু "...একটা বিশেষ অবস্থায় উদ্বৃত্ত মূল্য এক বা স্থির থাকলেও, অন্যান্য নানা উপাদান মুনাফার হারকে বাড়াতে বা কমাতে এবং সাধারণত তাকে প্রভাবিত করতে পারে।" (পূর্বোক্ত রচনা, পৃঃ ৩৭৬) এবং "উদ্বৃত্ত মূল্যের হার যে নিয়মে পরিচালিত, মুনাফার হার একই নিয়মের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত নয়।" (পূর্বোক্ত রচনা, পৃঃ ৪২৬) ফলে "... উদ্বৃত্ত মূল্যের নিয়ম অথবা অন্যভাবে বললে, উদ্বৃত্ত মূলের হারের নিয়ম (কাজের দিন অপরিবর্তিত আছে ধরে নিয়ে) প্রত্যক্ষভাবে বা স্বাভাবিক নিয়মে মুনাফার নিয়মগুলির সাথে এক এবং অভিন্ন হয়ে ওঠে না এবং সেই নিয়মগুলি মুনাফার নিয়মগুলির উপর প্রযোজ্যও নয়।..." (একই রচনা, পৃঃ ৪২৬) তাই একচেটিয়া পুঁজিবাদের সময়কার অবস্থার সঙ্গে তাল রেখে সর্বোচ্চ মুনাফার হার যে পর্যায়ে পৌঁছায়, তা, একচেটিয়া পুঁজিবাদ গড়ে ওঠার আগে পুঁজিপতিরা যে হারে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করত, তার সঙ্গে এক নয়। এই বিষয়টিকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। একচেটিয়া পুঁজিবাদ গড়ে ওঠার আগে পুঁজিপতিরা মুনাফার যে সর্বোচ্চ হার অর্জন করেছিল এবং আজকের একচেটিয়া পুঁজিবাদের দিনে পুঁজিপতিরা মুনাফার যে সর্বোচ্চ হার অর্জন করেছে — এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্যকে ঠিক ঠিকভাবে বোঝার জন্য উপরে উদ্ধৃত স্ট্যালিনের বক্তব্য একটি

বিকশিত এবং উন্নত ব্যাখ্যা মাত্র।

তাহলে, একচেটিয়া পুঁজি গড়ে ওঠার আগের স্তরে, বিশেষ করে শিল্পবিপ্লবের সময় বা তার অব্যবহিত পরে প্রধানত মুনাফার গড়পড়তা হারের নিয়ম যে কাজ করত, তা কেন করত? আমরা যদি ভাবি যে একচেটিয়া পুঁজি গড়ে ওঠার আগে পুঁজিবাদ স্বেচ্ছায়, স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আত্মত্যাগ করার মন নিয়ে সর্বোচ্চ হারে মুনাফা অর্জন না করে গড়পড়তা হারেই সন্তুষ্ট থেকেছে — তাহলে আমরা ভুল করব। একচেটিয়া পুঁজি গড়ে ওঠার আগে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করার ও সর্বোচ্চ হারে মুনাফা অর্জনের দিকে পুঁজিবাদের নজর ছিল না, এভাবে ভাবাটাও ভুল। পক্ষান্তরে মুনাফার গড়পড়তার হারই ছিল তখনকার বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুনাফার সর্বোচ্চ হার; সেদিনকার একচেটিয়া পূর্ব পুঁজিবাদের কাছে ঐ হারই ছিল সর্বোচ্চ। এইভাবেই পুঁজিবাদের বিকাশের পথে একচেটিয়া পূর্ব ও একচেটিয়া স্তর — এই দুই স্তরের ভিন্ন বাস্তব পরিস্থিতিতে, উদ্বৃত্ত মূল্যের নিয়ম ও সর্বোচ্চ মুনাফার নিয়ম, কী রূপ পরিগ্রহ করে তা নির্দিষ্টভাবে বুঝতে হবে।

কিন্তু কিছু সোভিয়েট অর্থনীতিবিদ্ কতকগুলি ভুল চিন্তাকে আঁকড়ে বসেছিলেন। তাঁরা মনে করেছিলেন যে, উদ্বৃত্ত মূল্যের নিয়মই হল সর্বোচ্চ মুনাফার নিয়ম, যা আজকের আধুনিক বা একচেটিয়া পুঁজিবাদের যুগেও গড়পড়তা হারে মুনাফার নিয়মের রূপে কাজ করে। এদের মাথায় যে চিন্তাটা ঢুকে বসেছিল, তা হল গড়পড়তা হারে মুনাফা অর্জনের নিয়মই হল পুঁজিবাদের মূল অর্থনৈতিক নিয়ম। একটা সম্পূর্ণ ভুল চিন্তাকে এরা এইভাবে আঁকড়ে বসে থাকায়, উদ্বৃত্ত মূল্যের নিয়ম ও মুনাফার নিয়মকে আরও সুনির্দিষ্ট ও সঠিকভাবে বোঝার জন্য স্ট্যালিন উপরিউক্ত সম্প্রসারিত ব্যাখ্যাটি দেন। এর থেকে যদি কেউ এমন মনে করেন বা এমন ধারণা নিয়ে চলতে থাকেন যে, একচেটিয়া পুঁজি আসার আগের যুগে গড়পড়তা হারে মুনাফা অর্জনের নিয়মই হল মূল অর্থনৈতিক নিয়ম এবং সর্বোচ্চ হারে মুনাফা অর্জনের নিয়ম হল একচেটিয়া পুঁজিবাদের মূল অর্থনৈতিক নিয়ম এবং একই সামাজিক কাঠামোতে দু'টি মৌলিক অর্থনৈতিক নিয়ম কাজ করতে পারে — তবে বলতে হবে — তার জট-পাকানো চিন্তাই এর পিছনে কাজ করেছে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার "দ্য বেসিক ইকনমিক ল" প্রবন্ধের লেখকরা, স্ট্যালিনের সময়কার কিছু সোভিয়েট অর্থনীতিবিদের এমন জট-পাকানো চিন্তার জন্য স্ট্যালিনকেই দায়ী করে বসলেন। তাঁরা বললেন, "স্ট্যালিনের ইকনমিক প্রব্লেমস্ অব সোস্যালিজম্ ইন দি ইউ এস এস আর গ্রন্থের প্রভাবে কিছু সময়ের জন্য আমাদের অর্থনীতি সংক্রান্ত রচনায় এক ভ্রান্ত চিন্তা চালু হয়েছিল। তা হল, একচেটিয়া পুঁজি আসার আগে উদ্বৃত্ত মুনাফার নিয়মই হল মূল অর্থনৈতিক নিয়ম;আর সাম্রাজ্যবাদের যুগে অন্য একটি মূল অর্থনৈতিক নিয়ম চালু হয়েছে বলে বলা হচ্ছে, তা হ'ল সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের নিয়ম। এইভাবে প্রশ্নটির উপস্থাপনা একেবারেই ভুল। পুঁজিবাদের প্রথমদিকের স্তরগুলির জন্য একটি এবং তার পরবর্তী উচ্চতর স্তর অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের স্তরে আর একটি — এইরকম দুটি মূল অর্থনৈতিক নিয়ম থাকে না, থাকতে পারে না। প্রতিটি সমাজকাঠামো য় একটিমাত্র মূল অর্থনৈতিক নিয়ম থাকে; সমাজকাঠামোটি বিকাশের যে পর্যায়েই থাকুক না কেন।" এল ডি ইয়ারোশেঙ্কো যখন জোরের সাথে এটাই প্রমাণ করতে চাইছিলেন যে সমাজতন্ত্রের একাধিক মূল অর্থনৈতিক নিয়ম থাকে, তখন তাকে খণ্ডন করে স্ট্যালিন যে কথাগুলি বলেছিলেন, উপরের বক্তব্যগুলি যেন তারই প্রতিধ্বনিমাত্র ; অথচ বিশেষ সমাজ কাঠামোর একাধিক মূল অর্থনৈতিক নিয়ম থাকতে পারে — এই ভুল ধারণার জন্য আমাদের আলোচ্য লেখকেরা স্ট্যালিনের উপরেই দোষারোপ করছেন। ইয়ারোশেঙ্কোর ভুল চিন্তার সমালোচনা করে স্ট্যালিন বলেছিলেন ঃ "কোন বিশেষ সমাজকাঠামোর মূল অর্থনৈতিক নিয়ম প্রসঙ্গে আলোচনায় খুব যুক্তিসঙ্গতভাবেই ধরে নেওয়া হয় যে তার একাধিক মূল অর্থনৈতিক নিয়ম থাকতে পারে না। মূল অর্থনৈতিক নিয়ম থাকে একটি এবং এই জন্যই ঐ নিয়মটিকে মূল অর্থনৈতিক নিয়ম বলা হয়। তা নয়ত আমাদের ধরে নিতে হবে যে, প্রতিটি সমাজকাঠামোয় কয়েকটি মূল অর্থনৈতিক নিয়ম রয়েছে — যা মূল নিয়মের ধারণাটিরই সম্পূর্ণ পরিপন্থী হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু কমরেড ইয়ারোশেঙ্কো এ ব্যাপারে একমত নন। তিনি মন করেন, সমাজতন্ত্রে একটি নয়, একাধিক মূল অর্থনৈতিক নিয়ম থাকা সম্ভব। এটা অবিশ্বাস্য...।" (ইকনমিক প্রব্লেম্স্ অব সোস্যালিজম ইন দি ইউ এস এস আর, পৃঃ ৮২)

একটি সমাজ কাঠামোয় একাধিক মূল অর্থনৈতিক নিয়ম থাকতে পারে, এমন বিভ্রান্তি কি স্ট্যালিনের কথাগুলি থেকে জন্ম নিতে পারে? না কি, স্ট্যালিন ঐ ভ্রান্ত চিন্তাকেই তীব্র আঘাত করেছেন? আমাদের আলোচ্য তাত্ত্বিকরা, অর্থাৎ প্রবন্ধটির লেখকেরা স্ট্যালিনকে নস্যাৎ করতে নামার আগে তাঁর চিন্তাকে আরও ভালভাবে ও সঠিকভাবে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করলে ভাল করতেন।

এবার সমাজতন্ত্রের মূল অর্থনৈতিক নিয়ম প্রসঙ্গে আসা যাক। সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির সর্বশেষ কর্মসূচীতে নির্নীত তাত্ত্বিক সূত্র অনুসারে সমাজতন্ত্রের মূল অর্থনৈতিক নিয়ম হল "সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য"। সমাজতন্ত্রের মূল অর্থনৈতিক নিয়মের এই সংজ্ঞা আমরা সঠিক বলে মেনে নিতে পারছি না। এমন নয় যে এই সংজ্ঞা তত্ত্বগতভাবে অসার;আসলে এই সংজ্ঞা অত্যন্ত ভাসাভাসা। সমাজতন্ত্রের মূল অর্থনৈতিক নিয়ম কি, তা বলতে যদি বলা হয় 'সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য', তাহলে একইভাবে বলতে হয়, পুঁজিবাদের মূল অর্থনৈতিক নিয়ম হল 'পুঁজিবাদের লক্ষ্য'। কিন্তু নিয়মের এই ধরনের অস্বচ্ছ, ভাসাভাসা সংজ্ঞাকে সঠিক বলে মেনে নেওয়া উচিত নয়। ভুলে গেলে চলবে না, সাধারণ মানুষের মধ্যে, এমন কি নবীন কমিউনিস্টদের মধ্যে অনেকে আছেন, যাদের আদর্শগত চেতনা এখনও এমন উচ্চমানে পৌঁছায়নি, যার দ্বারা তারা ঠিকঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন 'সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য' বলতে আসলে কি বোঝায়। সি পি এস ইউ-এর (সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি) সর্বশেষ কর্মসূচি তো তাদের কাছে পথনির্দেশিকার মত কাজ করবে। ফলে সংক্ষেপে না বলা গেলেও, পরিষ্কার করে বলা দরকার, সমাজতন্ত্রের মূল অর্থনৈতিক নিয়ম কি। তাছাড়া 'সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য' হল শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। এর মধ্যে শুধুমাত্র সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রশ্নই জড়িত নেই। আছে আরও অনেক প্রশ্ন ঃ কীভাবে পণ্য চলাচলের অবসান ঘটানোর প্রক্রিয়াটিকে ত্বরান্বিত করা যায়; কীভাবে ব্যক্তির সম্পত্তি ও যৌথখামারের সম্পত্তিকে জনগণের সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করা যায়;কীভাবে মুদ্রা অর্থনীতির অবসান ঘটিয়ে অর্থনৈতিক কাজ কারবার থেকে জিনিসপত্রের অর্থনৈতিক মূল্য নির্ধারণের নিয়মের অবসানের প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করে তোলা যায় এবং সবশেষে, কীভাবে সমাজের রুচি-সংস্কৃতির জগতে এমন একটা মৌলিক পরিবর্তন আনা যায় যাকে অবলম্বন করে "প্রথম স্তরে বস্তুর বন্টনের পরিমাণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির যোগ্যতা ও ক্ষমতা অনুযায়ী নির্ণীত হবে এবং তার পরবর্তী স্তরে সকল ব্যক্তির সকল প্রয়োজন পূরণ করার লক্ষ্যে নির্ধারিত হবে।" — এই নীতির প্রচলন ঘটানো সম্ভব হতে পারে। এবং সেই পথ ধরে শেষপর্যন্ত উৎপাদন ও তার বণ্টনের প্রশ্নে মানুষের সাথে মানুষের দ্বন্দ্বকে নিরসন করা সম্ভব হবে।

এ কথা ঠিক যে সোভিয়েট পার্টির এই সর্বশেষ কর্মসূচীতে 'সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য' কি, তা নিরূপণ করে দেখানোও হয়েছে। ঘোষণা করা হয়েছে ঃ "সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য হল, সামাজিক উৎপাদনকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রসারিত ও নিখুঁত করে তোলার মধ্যে দিয়ে, মানুষের ক্রমবর্ধমান বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনকে ক্রমশ বেশি বেশি করে মেটানো।" 'দ্য বেসিক ইকনমিক ল' প্রবন্ধের লেখকরা এই সংজ্ঞার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন; বলেছেন ঃ "সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের বস্তুনিষ্ঠ লক্ষ্য নিরূপণ করার সমস্যা কি ও ঐ লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায়ই বা কি, এই সব সমস্যাকে সৃজনশীলরূপে আরও বিকশিত করার কাজে এক ধাপ অগ্রগতি ঘটেছে।" তাঁদের মতে এর সমস্ত কৃতিত্ব প্রাপ্য কমরেড ক্রুশ্চেভ* ও তার নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত সিপিএসইউ-র দ্বাবিংশতিতম কংগ্রেসের।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সমস্যাকে সৃজনশীলভাবে আরও বিকশিত করার ক্ষেত্রে উপরের ঘোষণাটি যে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সত্য কথা বলার মানসিকতা আরও একটু বেশি থাকলে ও কম অহমিকা থাকলে আলোচ্য লেখকেরা এর জন্য প্রাপ্য কৃতিত্বটা ক্রুশ্চেভকে না দিয়ে, স্ট্যালিনকে দিতেন। বস্তুতঃ এঁরা নাম না করে স্ট্যালিনের কথাকেই ব্যবহার করেছেন।ইকনমিক প্রবলেমস্ অব সোস্যালিজম ইন দি ইউ এস এস আর গ্রন্থে এক জায়গায় (পৃঃ ৮৬) স্ট্যালিন এই প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ "সমগ্র সমাজের যে বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত প্রয়োজন প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে, তাকে সবচেয়ে বেশি করে যতটা সম্ভব, ততদূর মেটানোই হল সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের লক্ষ্য;উন্নততর প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনকে ক্রমাগত প্রসারিত করা ও ত্রুটিহীন করে তোলাই হল, এই লক্ষ্য অর্জনের উপায়।" আপনারা নিজেরাই সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের লক্ষ্য ও সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায় প্রসঙ্গে স্ট্যালিনের এই চিন্তা ও সোভিয়েট কমুনিস্ট পার্টির সর্বশেষ কর্মসূচীর ঘোষণাকে মিলিয়ে দেখুন এবং রাখঢাক না করে বলুন তো সত্য কি — কৃতিত্ব কার প্রাপ্য — স্ট্যালিনের, না, ক্রুশ্চেভের। আমাদের আলোচ্য লেখকরা এল এ লিওনটিয়েভকে ব্যঙ্গ করেছেন, তিনি মূল অর্থনৈতিক নিয়মের উদগাতা হিসাবে লেনিনের নাম না করে স্ট্যালিনকে চিহ্নিত করেছেন বলে। সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের বস্তুনিষ্ঠ লক্ষ্য নির্ধারণের সমস্যা ও সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায় প্রসঙ্গে সৃজনশীল ও বিকশিত ব্যাখ্যা পেশ করার কৃতিত্ব, স্ট্যালিনকে না দিয়ে ক্রুশ্চেভকে দেওয়ার জন্য এই ব্যঙ্গ কি তাদের নিজেদেরকেই করার কথা নয়? যা একজনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা অনুরূপ পরিস্থিতিতে অপরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু এই

কমরেডদের মধ্যে আমরা সমালোচনা-আত্মসমালোচনার ঐ কমিউনিস্ট নীতিবোধের অভাব দেখছি। শুধু তাই নয়, নাম না করে স্ট্যালিনের লেখা ব্যবহার করার, অর্থাৎ নিঃশব্দে তাঁর লেখা থেকে নকল করার উদগ্র বাসনায় এঁরা একটা মারাত্মক ভুল করে বসে আছেন। স্ট্যালিন যেখানে বলেছিলেন, "সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের লক্ষ্য", তার বদলে এঁরা বসিয়েছেন "সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য"। অথচ দুটি বিষয়কে কোনোভাবেই এক করে দেখা চলেনা। "সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য" বলতে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্ত প্রশ্নকে নিয়ে এক বৃহৎ ও ব্যাপক ক্ষেত্রকে ধরে বুঝতে হবে। এই লক্ষ্য, তাই সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের লক্ষ্যের থেকে অনেক বৃহত্তর ও ব্যাপকতর। যারা নকল করে তাদের সবারই বোধহয় এই দশা হয়।

যৌথ খামার সম্পত্তিকে জনগণের সম্পত্তিতে উন্নীত করা

এরপর যে প্রসঙ্গগুলো নিয়ে আলোচনা করা দরকার তা হল যৌথ খামার ও পণ্য উৎপাদন, যৌথ খামারের সম্পত্তি এবং এই সম্পত্তিকে জনগণের সম্পত্তিতে উন্নীত করার প্রশ্ন। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সোভিয়েট রাশিয়ায় বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের দুটি রূপ প্রচলিত রয়েছে। একটি হল রাষ্ট্রায়ত্ব উৎপাদন। যেখানে মালিক জনগণ, আর একটি হল যৌথ খামারের উৎপাদন, যাকে সমস্ত জনগণের মালিকানাধীন বলা চলে না। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে উৎপাদনের উপায় বা যন্ত্র এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার ফল অর্থাৎ উৎপাদিত বস্তু, দুই-ই জনগণের সম্পত্তি। অন্যদিকে যৌথখামার ক্ষেত্রে, উৎপাদনের মূল উপায় বা অবলম্বন, যেমন যন্ত্রপাতি (ছোটখাট যন্ত্রপাতি নয়) এবং জমি রাষ্ট্রের হাতে থাকলেও, উৎপাদনের ফল অর্থাৎ উৎপাদিত বস্তু হল ভিন্ন ভিন্ন যৌথ খামারের সম্পত্তি। বলা বাহুল্য যে সাম্যবাদী সমাজে কিন্তু কোনোভাবেই এই দু'ধরনের সম্পত্তি, অর্থাৎ জনগণের সম্পত্তি ও যৌথ খামারের সম্পত্তি — থাকতে পারে না। সেখানে কেবল একধরনের সম্পত্তি থাকবে — জনগণের সম্পত্তি। ফলে সাম্যবাদী সমাজে অর্থাৎ অন্যান্য দিক বাদ দিয়ে কেবল অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচিত শ্রেণীহীন সমাজে, সাম্যবাদী সমাজ পুনর্গঠনের জন্য যৌথখামারের সম্পত্তিকে জনগণের সম্পত্তিতে উন্নীত করার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, এই স্তরে যৌথখামারের সম্পত্তি বলে কিছু থাকতেই পারে না। সেইসঙ্গে এটা না বললেও চলে যে সম্পত্তির ধরণ ইচ্ছা করা মাত্রই পাল্টানো যায় না, তা অর্থনীতির নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই জন্ম নেয়, বিকশিত হয়।

প্রশ্ন হল, যৌথখামার সম্পত্তিকে কীভাবে জনগণের সম্পত্তির স্তরে উন্নীত করা যায়? স্ট্যালিনের আমলে যখন সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির সামনে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে ধাপে ধাপে সাম্যবাদী অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করার প্রসঙ্গ দেখা দেয় এবং পলিটিক্যাল ইকনমি অর্থাৎ রাজনৈতিক অর্থনীতির উপর একটি পাঠ্যপুস্তক রচনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় — তখনই এই প্রশ্নটি আলোচনা হয়েছে। কিছু কমরেড প্রস্তাব দেন যে, যৌথখামারগুলির সম্পত্তিকে জাতীয়করণ করা এবং তাকে জনগণের সম্পত্তি বলে ঘোষণা করা হল এটি করার সবচেয়ে ভাল উপায়। স্ট্যালিন এবং সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এই প্রস্তাবের সাথে একমত হতে পারেননি দুটি কারণে। স্ট্যালিন বলেছিলেন, "যৌথখামার সম্পত্তি হল সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি; পুঁজিবাদী সম্পত্তি সম্পর্কে আমরা যে পদক্ষেপ নেই, এই ক্ষেত্রে আমরা সেই একই পদক্ষেপ নিতে পারি না। যৌথখামার সম্পত্তি যেহেতু জনগণের সম্পত্তি নয়, অতএব তা সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তিও নয় — এমন কথা বলা চলে না।" এ গেল এক নম্বর কারণ। দ্বিতীয়ত, কমিউনিস্টদের লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্ব সাম্যবাদী সমাজে পৌঁছানো, যে অবস্থায় রাষ্ট্রের বিলোপ ঘটবে। আর যৌথখামার সম্পত্তি, যা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির অঙ্গ তা ঐ লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণও বটে। ফলে এদের জাতীয়করণ করাটাই এগুলিকে জনগণের সম্পত্তিতে উন্নীত করার সবচেয়ে ভাল উপায় নয়। "যতদিন রাষ্ট্র রয়েছে, ততদিন রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে রূপান্তরই হল, জাতীয়করণের সবচেয়ে স্বাভাবিক ও প্রাথমিক রূপ। কিন্তু রাষ্ট্র চিরকাল থাকবে না। সমাজতন্ত্রের পরিধি যখন বিস্তৃত হতে হতে পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশে কার্যকর হয়ে উঠবে, তখন রাষ্ট্রেরও অবসান ঘটবে এবং ব্যক্তির অথবা কয়েকজন ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত যৌথ মালিকানাধীন সম্পত্তিকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করার বিষয়টিই অর্থহীন হয়ে পড়বে। সেই অবস্থায় রাষ্ট্রের অবসান ঘটলেও সমাজ কিন্তু থাকবে। ফলে জনগণের সম্পত্তির উত্তরাধিকার বা মালিকানা সেদিন রাষ্ট্রের হাতে নয়, সমাজের হাতে বর্তাবে। কারণ রাষ্ট্রের তো অবসান ঘটেছে আর জনগণের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সমাজ সেদিন অর্থনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়ন্ত্রণকারী কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসাবে কাজ করবে।" (ইকনমিক প্রবলেমস্ অব সোস্যালিজম ইন দ্য ইউ এস এস আর, পৃঃ ৯৬) দ্য বেসিক ইকনমিক ল প্রবন্ধের

লেখকরা যেভাবে দেখিয়েছেন যে, স্ট্যালিন মনে করতেন, "যৌথখামার সম্পত্তির আয়ু ফুরিয়েছে" এবং এইগুলি "সাম্যবাদের দিকে অগ্রগতির পথে কিছুটা হলেও বাধা হিসাবে কাজ করছে" — তা যদি সত্য হয়, তাহলে তো স্ট্যালিন যৌথখামার সম্পত্তিকে জাতীয়করণ করার প্রস্তাব কার্যকর করে তাদের রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসাবে ঘোষণা করে দিতেন।

এখন এই প্রসঙ্গে, একটি বিশেষ বিষয়ে স্ট্যালিনের সঙ্গে আমাদের মতপার্থক্যের কথা তুলে ধরতে চাই। স্ট্যালিন যেভাবে বলেছেন, "সমাজতন্ত্রের পরিধি বিস্তৃত হতে হতে যখন পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশে কার্যকর হয়ে উঠবে, রাষ্ট্রেরও তখন অবসান ঘটবে...।" (বিশেষ গুরুত্ব আমাদের দেওয়া) — আমরা মনে করি এইভাবে বলা ভুল। কারণ আমরা নিশ্চিত যে কেবলমাত্র পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশে নয়, যতদিন না সমস্ত পৃথিবী জুড়ে সমাজতন্ত্র বিস্তৃত ও কার্যকর হয়ে উঠছে, ততদিন রাষ্ট্রের অবসান ঘটবে না।

প্রসঙ্গ বিচার না করে, এখান থেকে একটু, ওখান থেকে একটু, এইভাবে স্ট্যালিনের লেখার কিছু কথার উদ্ধৃতি দিয়ে তার ভিত্তিতে তড়িঘড়ি কিছু ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর বদলে, উল্লিখিত লেখকদের উচিত ছিল স্ট্যালিনের বক্তব্যকে ঠিকমত বোঝা। উৎপাদিকা শক্তির সামনে ব্রেক বা বাধা বলতে স্ট্যালিন কি বুঝিয়েছেন তা বিচার করে দেখা যেতে পারে। স্বভাবত, আমরা যদি সৎভাবে বিচারটা করতে চাই, আমাদের উচিত হবে বিষয়টাকে স্ট্যালিনের নিজের কথায় বোঝা। "মার্কসবাদীরা যখন বলে যে উৎপাদন সম্পর্কের ভূমিকা অর্থনীতির গতিরোধ করছে, তখন তারা সবরকমের উৎপাদন সম্পর্ক বোঝায় না। বোঝায় শুধু পুরানো উৎপাদন সম্পর্ককে। উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধির স্বার্থে ঐ সম্পর্ক খাপ খায়না। উল্টে তাদের বিকাশের গতিরোধ করে। কিন্তু আমরা জানি, একটা সমাজে শুধু পুরানোই নয়, নূতন উৎপাদন সম্পর্কও থাকে, যা পুরানো সম্পর্ককে ছাপিয়ে যায়। একথা কি বলা যাবে যে নূতন উৎপাদন সম্পর্কের উৎপাদিকা শক্তিগুলির উপর একইরকম গতিরোধকারী ভূমিকা থাকে? না, তা হয় না। বরং নূতন সম্পর্কই হল সেই প্রধান ও অমোঘ শক্তি, যা বস্তুত উৎপাদিকা শক্তিগুলির ক্রমাগত, দুর্বার বিকাশ সুনিশ্চিত করে এবং যাকে বাদ দিলে উৎপাদিকা শক্তিগুলি বন্ধ্যাত্বের (stag-nation) কবলে পড়ে। যেমন পুঁজিবাদী দেশগুলিতে আজ ঘটছে। অবশ্য নূতন উৎপাদন সম্পর্কগুলিও চিরকাল নূতন থাকতে পারেনা, থাকেও না। সময়ের সাথে সাথে তারা পুরানো হয়ে পড়তে থাকে এবং উৎপাদিকা শক্তিগুলির তারা মূল চালিকাশক্তি বা উদ্দীপকের ভূমিকা থেকে সরে এসে তাদের উৎপাদিকা শক্তির আরও উন্নততর হওয়ার পথে বাধা হিসাবে কাজ করে। এইরকম পরিস্থিতিতে, যে সমস্ত উৎপাদন সম্পর্ক অকার্যকরী হয়ে পড়েছে, তাদের জায়গায় নূতন উৎপাদন সম্পর্কের উদ্ভব ঘটে। এদের ভূমিকা হল উৎপাদিকা শক্তিগুলিকে উজ্জীবিত করার প্রধান উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে তার বিকাশের রাস্তা তৈরি করা। অর্থাৎ উৎপাদিকা শক্তির সামনে ব্রেক বা বাধা হিসাবে কাজ না করে, বরং তার প্রধান উদ্দীপকের ভূমিকা নিয়ে তার বিকাশে সাহায্য করা। এই ভূমিকা থেকে, অর্থাৎ উৎপাদিকা শক্তির প্রধান উদ্দীপকের ভূমিকা থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানো — উৎপাদন সম্পর্ক সমূহের এই ধরনের জটিল ও খুবই বিশেষ ধরনের পরিবর্তনকে বোঝা মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক চিন্তার অন্যতম প্রধান উপাদান।" (একই রচনা, পৃঃ ৬৮-৭০)। কোন কমিউনিস্টই স্ট্যালিনের এই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী বিচার বিশ্লেষণের বিরোধিতা করতে পারে না। এরই ভিত্তিতে স্ট্যালিন সিদ্ধান্ত করেছিলেন, "আমাদের (সমাজের) বর্তমান উৎপাদন সম্পর্কগুলি অবশ্যই এখন এমন এক সময়ের মধ্য দিয়ে চলেছে যখন তারা উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধির সঙ্গে পুরোপুরিভাবে সঙ্গতিপূর্ণ; ফলে এরা উৎপাদিকা শক্তিকে লম্ব লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যেতেই সাহায্য করছে। কিন্তু এতেই সন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকলে এবং আমাদের উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই ভাবলে আমরা ভুল করব। দ্বন্দ্ব অবশ্যই আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এর ফলেই উৎপাদন সম্পর্কগুলির বিকাশ উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের পিছনে পড়ে যায়, ভবিষ্যতেও যাবে। সমাজটাকে যারা পরিচালনা করছে, যারা প্রশাসনের দায়িত্বে আছে সেই পরিচালক-প্রশাসক সংস্থার নীতি যদি ঠিক থাকে, তাহলে এই দ্বন্দ্বগুলি বিরোধাত্মক রূপ নেয় না এবং তাই সমাজের উৎপাদনসম্পর্কগুলি ও উৎপাদিকা শক্তিগুলির মধ্যে সংঘাত দেখা দেওয়ার কোন আশংকাই হবেনা।

"তাই পরিচালক-প্রশাসক সংস্থার কর্তব্য হল, এই ধরনের যে কোনো দ্বন্দ্বের উদ্ভব হওয়া মাত্র তাকে ধরতে পারা, তৎক্ষণাৎ চিনতে পারা এবং সময়োচিত পদক্ষেপের মাধ্যমে উৎপাদন সম্পর্কগুলিকে উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে তুলে উদ্ভুত দ্বন্দ্বকে নিরসন করা। গোষ্ঠী অথবা যৌথখামার সম্পত্তি এবং পণ্য চলাচলের মত অর্থনৈতিক ফ্যাক্টর বা বিষয়ের ক্ষেত্রে একথা বিশেষ করে প্রযোজ্য। অবশ্য বর্তমানে

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে উজ্জীবিত করার কাজে এই ফ্যাক্টর বা কারণগুলিকে আমরা সাফল্যের সঙ্গে কাজে লাগাতে পেরেছি এবং নিশ্চিতরূপে এরা সমাজের উপকার সাধন করছে। একথাও অনস্বীকার্য যে এরা অদূর ভবিষ্যতেও সমাজের উপকার সাধন করবে। (বিশেষ গুরুত্ব আমাদের দেওয়া)। কিন্তু একই সঙ্গে এইসব ফ্যাক্টরগুলি ইতিমধ্যে আমাদের উৎপাদিকা শক্তির দ্রুত বিকাশকে ব্যাহত করতে শুরু করেছে, কারণ তারা সরকারী পরিকল্পনাকে সমগ্র জাতীয় অর্থনীতি, বিশেষ করে কৃষিব্যবস্থার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে প্রসারিত করার পথে বাধা সৃষ্টি করছে। আর তাই আমরা যদি এই ঘটনার দিকে দৃষ্টি না দেই, আমাদের সেই চোখ বুজে থাকাটা ক্ষমাহীন অপরাধ হয়ে দাঁড়াবে।" (একই রচনা, পৃঃ ৭৫-৭৬)। এই কথাগুলোর অর্থ কি? এতে কি বোঝায় যে স্ট্যালিন মনে করতেন যৌথখামার সম্পত্তির আয়ু ফুরিয়েছে — না কি, স্ট্যালিনের কথাগুলি প্রমাণ করে যে যৌথখামার সম্পত্তি যে সোভিয়েট সমাজের উপকার সাধন করছে, এমনকি ভবিষ্যতেও কিছুদিনের জন্য তা করবে — স্ট্যালিন যা পুরোপুরি উপলব্ধি করেছিলেন? এই প্রবন্ধের লেখকরা কি স্ট্যালিনের বক্তব্যকে ভুল প্রমাণ করতে পারেন, যেখানে তিনি বলছেন যে যৌথখামার সম্পত্তি ও পণ্যচলাচল প্রক্রিয়া, সরকারী পরিকল্পনাকে সমগ্র জাতীয় অর্থনীতি, বিশেষত কৃষিব্যবস্থার ক্ষেত্রে পূর্ণ সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রসারিত করার পথে বাধা সৃষ্টি করে? এবং সেই অর্থে, সমাজের অভ্যন্তরে উৎপাদন সম্পর্ক ও উৎপাদিকা শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব বিরাজ করে না কি?

এইসব লেখকেরা পণ্য চলাচল প্রসঙ্গে একইরকম বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন। এঁরা জোরের সঙ্গেই বলছেন ঃ "স্ট্যালিন এমন এক সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বক্তব্য পেশ করেছেন, যা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। স্ট্যালিনের সেই বক্তব্য হল, সাম্যবাদী সমাজের গঠনকার্যে পণ্য ও মুদ্রা সম্পর্কের ভূমিকা শেষ হয়ে যায় এবং এই বিষয়গুলি সাম্যবাদের দিকে আমাদের অগ্রগতিকে রোধ করে। তাই পণ্য চলাচলের পরিধিকে সংকুচিত করতে হবে। বরং উল্টে বার্টার বা বিনিময় প্রথার পরিধি বাড়াতে হবে। .... দলের কর্মসূচীতে আমাদের দল দেখিয়েছে যে একটা সাম্যবাদী সমাজ গড়ার কাজে পণ্য ও মুদ্রা সম্পর্ককে সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগাতে হয়।" সত্যি কথা বলার স্বার্থে স্বীকার করাই ভাল যে সিপিএসইউ-র সর্বশেষ দলীয় কর্মসূচীর বক্তব্য স্ট্যালিনের বক্তব্য থেকে এক ইঞ্চি ও এগোয়নি। স্ট্যালিনই সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পণ্য উৎপাদন ও পণ্য চলাচল অবশ্যপ্রয়োজনীয় ও খুবই কার্যকরী উপাদান হিসাবে থাকবে এবং সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের বিকাশ ঘটিয়ে তাকে মজবুত করে তোলার জন্য পণ্য চলাচল ব্যবস্থার মধ্যে যা কিছু সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে, তার সদ্ব্যবহার করাকে অবশ্যকর্তব্য হিসাবে দেখতে হবে। স্ট্যালিনের একটি বিশ্লেষণের উদ্ধৃতি থেকেই এই বক্তব্যের নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যাবে।

"বর্তমানে যৌথখামারগুলি শহরের সাথে পণ্যসম্পর্ক ছাড়া অর্থাৎ বেচাকেনার মাধ্যমে বিনিময় ছাড়া অন্য কোন অর্থনৈতিক সম্পর্ক মেনে নেবেনা। ঠিক এই কারণেই ত্রিশ বছর আগে লেনিন বলেছিলেন, ব্যবসা (trade) যতদূর সম্ভব বাড়িয়ে তোলা দরকার। তখন পণ্য উৎপাদন ও ব্যবসা যতটা প্রয়োজন ছিল, আজ ঠিক ততটাই প্রয়োজনীয়। অবশ্য যখন রাষ্ট্রীয় ও যৌথখামার — এই দুই মূল উৎপাদন সেক্টর বা খণ্ডের বদলে একটিমাত্র সার্বিক উৎপাদন সেক্টর থাকবে এবং তার হাতে দেশের সমস্ত ভোগ্যপণ্য বণ্টনের অধিকার ন্যস্ত হবে — তখন পণ্য চলাচল ও তার 'মুদ্রা অর্থনীতি' জাতীয় অর্থনীতিতে অপ্রয়োজনীয় উপাদান হয়ে পড়বে ও শেষপর্যন্ত অবলুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু যতক্ষণ তা না হচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত উৎপাদনের ঐ দুই মূল সেক্টর বিরাজ করছে, পণ্য উৎপাদন ও পণ্য চলাচল ততদিন আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে প্রয়োজনীয় ও অত্যন্ত কার্যকরী উপাদান হিসাবে অতিঅবশ্য বহাল থাকবে।... ফলে, আমাদের পণ্য উৎপাদন নিছক সাধারণ অর্থে পণ্য উৎপান নয়, এ হল এক বিশেষ ধরনের পণ্য উৎপাদন...যা মুদ্রা অর্থনীতির সঙ্গে মিলে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের বিকাশ ঘটিয়ে তাকে মজবুত করে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে।" (ইকনমিক প্রবলেমস্ অব সোস্যালিজম ইন দি ইউ এস এস আর, পৃঃ ২০-২১, বিশেষ গুরুত্ব আমাদের দেওয়া)

'সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের বিকাশ ঘটিয়ে তাকে সুসংহত করা' এর অর্থ অবশ্যই সাম্যবাদের দিকে এগোনো। অর্থাৎ স্ট্যালিনের মত হল — সাম্যবাদের দিকে অগ্রগতির পথে একটা সময় ধরে পণ্য উৎপাদন ও পণ্য চলাচল প্রয়োজনীয় ও অত্যন্ত কার্যকর উপাদান হিসাবেবলবৎ থাকবে। তিনি যেমন পণ্য ও মুদ্রা সম্পর্কের কার্যকারিতাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তেমনই তিনি এগুলির সীমাবদ্ধতাও দেখিয়ে দিয়েছিলেন। দ্য বেসিক ইকনমিক ল-এর লেখকদের নিয়ে মুস্কিল হল — তারা এই সীমাবদ্ধতাকে দেখতে পান না। তাছাড়া সাম্যবাদে

উত্তরণ বলতে স্ট্যালিন প্রকৃত উত্তরণ বুঝিয়েছিলেন ; এই লেখকরা সেক্ষেত্রে বোঝেন কেবল কথায় উত্তরণ।

সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির দ্বাবিংশতিতম কংগ্রেসের বহু আগে স্ট্যালিন বুঝতে পেরেছিলেন যে, সোভিয়েট অর্থনীতি বিকাশের এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যেখানে অন্তত শুধুমাত্র অর্থনৈতিক অর্থে সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের কর্মসূচী গ্রহণ করা খুবই সম্ভব ছিল। তিনি আরও অনুভব করেছিলেন যে এই উত্তরণকে শুধু ঘোষণাপত্রে আটকে না রেখে বাস্তবে রূপায়িত করতে গেলে সেইসময় কিছু সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী নেওয়া প্রয়োজন ছিল, যাতে করে যৌথ খামার সম্পত্তিকে ক্রমশ জনসাধারণের সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করা যায়;পণ্য চলাচল ও মুদ্রা অর্থনীতিকে সমাজের হিতার্থে পুরোপুরি ব্যবহার করে তাদের কার্যকারিতাকে স্বাভাবিক পথে নিঃশেষ করে দেওয়া যায় ও ঐ পথে ক্রমশ তারা সমাজজীবনে অপ্রয়োজনীয় উপাদান হয়ে পড়ে শেষ পর্যন্ত অবলুপ্ত হয়ে যায়।

সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির একবিংশতিতম বিশেষ কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভ যে রিপোর্ট পেশ করেন, তাতে তিনি চারটি পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ দেন, যাতে করে "যৌথখামার সম্পত্তি ও জনগণের সম্পত্তির মধ্যে বিভাজন রেখাকে ক্রমশ মুছে ফেলার মধ্যে দিয়ে, দু'টিকে কাছাকাছি এনে ফেলা যায়।" এই পদক্ষেপগুলি হ'ল (১) বণ্টনযোগ্য নয়, যৌথখামারের এমন সমস্ত সম্পদকে অপ্রতিহতগতিতে বাড়িয়ে তোলা, (২) যৌথখামারের উৎপাদন বাড়িয়ে তোলা যাতে বেশি বেশি করে কৃষির বিভিন্ন শাখাকে এর অন্তর্ভুক্ত করে ফেলা যায়, (৩) বিভিন্ন খামারগুলির নিজেদের মধ্যে উৎপাদনগত সম্পর্ক ও বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা গড়ে তোলা এবং (৪) কৃষিতে বৈদ্যুতিকীকরণ, যন্ত্রীকরণ ও অটোমেশন প্রবর্তন করা। সোভিয়েট কৃষিব্যবস্থার উন্নতির জন্য স্ট্যালিন যা কিছু পদক্ষেপের কথা বলেছিলেন, এগুলি সবই তাদের সঙ্গে প্রায় মিলে যায়। কিন্তু এই ধরনের যে পদক্ষেপই নেওয়া হোক না কেন, এমনকি সেগুলি যদি পুরোপুরি গ্রহণ করাও হয়, তবে তা সত্ত্বেও যৌথখামারের উৎপাদনের উদ্বৃত্ত অংশ বাজারে যেতে থাকবে এবং পণ্য চলাচল ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হতে থাকবে। কিন্তু সত্যসত্যই যদি সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদে উত্তরণ ঘটাতে হয়, তাহলে ক্রুশ্চেভের পরামর্শমত উপরিউক্ত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা সত্ত্বেও যৌথ খামারের যে উদ্বৃত্ত উৎপাদন পণ্য হিসাবে বাজারে আসছে ও থাকছে, তাকে পণ্য চলাচল ব্যবস্থার বাইরে রাখতে হবে, তা থেকে আলাদা করে রাখতে হবে। কিন্তু তা হবে কিভাবে? ক্রুশ্চেভ বা সোভিয়েট ইউনিয়নের অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞবৃন্দ — যারা স্ট্যালিনকে কালিমালিপ্ত করছে — তাদের কাছ থেকেই এই প্রশ্নের কোনও জবাব পাওয়া যায় নি। স্ট্যালিন বলেছিলেন যে এ কাজ করা যেতে পারে যদি যৌথখামারের উদ্বৃত্ত উৎপাদনকে পণ্যচলাচল ব্যবস্থার বাইরে রেখে যৌথখামারের সুবিধা হয় তেমনভাবে রাষ্ট্রীয় শিল্প ও যৌথখামারের মধ্যে পণ্যবিনিময় ব্যবস্থার অন্তর্গত করার দ্বারা। স্ট্যালিনের মতে, এই পথে যৌথখামার সম্পত্তিকে জনসাধারণের সম্পত্তির স্তরে উন্নীত করার প্রক্রিয়াও দ্রুততর হবে।

দ্য বেসিক ইকনমিক ল প্রবন্ধের লেখকরা মনে করেন স্ট্যালিনের এই বক্তব্য অবাস্তব, ধোপে টেঁকে না। তাদের যুক্তি হল, "এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের পিছনে রয়েছে দুটি বিরাট তত্ত্বগত ভুল। প্রথমত, স্ট্যালিন ভাবতেন যৌথখামারের উৎপাদনই হল খামারের একমাত্র সম্পত্তি। ... দ্বিতীয়ত, স্ট্যালিন সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক থেকে সাম্যবাদী সম্পর্কে রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে সামাজিক উৎপাদন বৃদ্ধির পরে স্থান না দিয়ে, বিনিময়ের পরিমাণবৃদ্ধির পরে স্থান দিয়েছেন, শহর ও গ্রামের মধ্যে পণ্যচলাচলকে রক্ষা করা হবে, না, তুলে দেওয়া হবে, সেই প্রশ্নের পরে স্থান দিয়েছেন।"

এই প্রসঙ্গে স্ট্যালিনের বিশ্লেষণকে খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, এইসব লেখকদের যুক্তিতে তথ্যের বিকৃতি ছাড়া কিছু নেই। স্ট্যালিন যা বলেছেন, তা এইরকম, "তাহলে যৌথখামারের মালিকানাধীন কি রয়েছে? যৌথখামারগুলি তাদের নিজেদের ইচ্ছামত বাজারে ছাড়তে পারে এরূপ সম্পত্তি তাহলে কোথায়? যৌথখামারের উৎপাদনই হল এই সম্পত্তি;যৌথখামারজাত উৎপন্ন বস্তু যথা, শস্য, মাংস, মাখন, সব্জি, তুলা, চিনি, বীট, ফ্লাক্স ইত্যাদি সবই হল খামারের সম্পত্তি — কেবল বাদ থাকে বাড়ি ঘরদোর এবং যৌথখামার চাষীরা নিজেদের বাড়িসংলগ্ন জমিতে যে হাঁসমুরগী ও পশু পালন করে তা। (ইকনমিক প্রবলেমস্, পৃঃ ১০৩) অর্থনীতি বিষেশজ্ঞদের অভিযোগ অনুসারে এই তালিকা থেকে কি "গোরুর মাংস, গবাদি পশু এবং ভারবাহী পশু" বাদ পড়েছে?

ঐ লেখকদের বক্তব্য — স্ট্যালিন মনে করতেন যৌথখামারের উৎপাদনই খামারের একমাত্র সম্পত্তি। স্ট্যালিনের উদ্ধৃতি কি এদের সেই বক্তব্যকে ভুল প্রমাণ করে না? এ ধরনের অযৌক্তিক বা ভুল বক্তব্য পেশ

করা ছাড়াও, ঐ লেখকরা আলোচনার মূল বিচার্য কি তাই বুঝতে পারেননি। স্ট্যালিন সাধারণভাবে যৌথখামারের সম্পত্তি নিয়ে আলোচনা করতে বসেননি, তাঁর বিষয় ছিল খামারের সম্পত্তির সেই অংশটুকু যা তারা নিজেদের কর্তৃত্বে স্বাধীনভাবে বাজারে ছাড়ে;তাদের সব ধরনের সম্পত্তি নয়, কেবলমাত্র সেই অংশ যা বাজারে আসে এবং তার ফলে পণ্য চলাচল ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে — এর উপরেই স্ট্যালিন দৃষ্টি দিয়েছেন। ফলে স্বাভাবিক কারণেই তিনি যৌথ খামারের সম্পত্তির কিছু অংশ যথা সেচব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক বা অন্যান্য ব্যবহারিক সুযোগ সুবিধা, ছোট ছোট সহায়ক কারখানা, ইত্যাদি — এদের উল্লেখ করেননি।

লেখকদের দ্বিতীয় যুক্তিও একইরকম ভুল। সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের জন্য স্ট্যালিন সামাজিক উৎপাদনের চেয়ে বিনিময়ের পরিধির উপর জোর দিয়েছিলেন — এমনটা বলবার মত বস্তুত কোন কিছুই নেই। অপরদিকে অনেক কিছু থেকে দেখানো যায় যে তিনি আগে সামাজিক উৎপাদন, তারপর বিনিময় এবং জনগণের সাংস্কৃতিক উন্নতি — এই ক্রমান্বয়ের উপর জোর দিয়েছেন। মার্কস বলেছিলেন, "উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় মানুষ কেবল প্রকৃতির উপরেই ক্রিয়া করে না, একে অন্যের উপরও ক্রিয়া করে। একমাত্র নিজেদের মধ্যে কোন না কোনভাবে সহযোগিতা করার এবং তাদের কাজকর্মের পারস্পরিক দেওয়া নেওয়ার মাধ্যমেই মানুষ উৎপাদন করে। কোন কিছু উৎপাদন করতে হলেই, মানুষ একে অন্যের সঙ্গে নির্দিষ্ট, বিশেষ বিশেষ সংযোগ ও সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। এবং কেবলমাত্র সেই সামাজিক যোগাযোগ এবং সম্পর্কের আওতার মধ্যেই প্রকৃতির উপর মানুষের ক্রিয়া তথা গোটা উৎপাদন প্রক্রিয়া ঘটতে থাকে।" (মার্কস ও এঙ্গেলস্, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪২৯)।

ফলে সামাজিক উৎপাদনের দুটি দিক আছে। এরা পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে একে অন্যের সাথে যুক্ত থেকে একটা অখণ্ড প্রক্রিয়ায় কাজ করলেও, এরা দুটি ভিন্ন চরিত্রের সম্পর্ককে প্রতিফলিত করে ঃ (১) প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক (উৎপাদিকা শক্তি) এবং (২) উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় মানুষে মানুষে সম্পর্ক (উৎপাদন সম্পর্ক) । এই দুই-এর যে কোনও একটির গুরত্বকে বাড়িয়ে দেখা ও অন্যটিকে খাটো করা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পরিপন্থী গুরুতর অপরাধ। সোভিয়েট ইউনিয়নের বর্তমান নেতৃত্ব কিন্তু সাম্যবাদের দিকে অগ্রগতির প্রক্রিয়ার প্রশ্নে প্রথমটির উপর বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে দ্বিতীয়টির গুরুত্বকে খাটো করে দেখছেন। এই বিষয়ে স্ট্যালিনের অবস্থান কি? তিনি বলেছিলেন, "কেবলমাত্র ঘোষণাপত্রে নয়, বাস্তবে যদি সাম্যবাদে উত্তরণের রাস্তা খুলে দিতে হয়, তাহলে অন্তত তিনটি প্রধান ও প্রাথমিক শর্ত পূরণ করতে হবে। প্রথমত, উৎপাদিকা শক্তির অলীক কোন 'যুক্তিসঙ্গত সংগঠন' নয়, প্রয়োজন হল উৎপাদনযন্ত্রের উৎপাদন প্রক্রিয়াকে অপেক্ষাকৃত দ্রুততর হারে প্রসারিত করার দ্বারা সমস্ত সামাজিক উৎপাদনের ক্রমাগত বৃদ্ধি নিশ্চিত করা।

দ্বিতীয়ত, প্রয়োজন হল যৌথখামারের এবং তার ফলে গোটা সমাজের সুবিধা হয় ধীরে ধীরে এমন কিছু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যৌথখামারের সম্পত্তিকে বাড়ানো। একই সঙ্গে প্রয়োজন, একই রকম ধীরগতি পরিবর্তনের সাহায্যে পণ্যচলাচল ব্যবস্থার বদলে উৎপন্ন দ্রব্য বিনিময়ের ব্যবস্থা চালু করা। এই বিনিময় ব্যবস্থার সাহায্যেই কেন্দ্রীয় সরকার বা এই ধরনের কোন আর্থ-সামাজিক কেন্দ্র সমাজের স্বার্থে সামাজিক উৎপাদনকে সামগ্রিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

তৃতীয়ত, প্রয়োজন সমাজের এমন এক সাংস্কৃতিক অগ্রগমন, যার ফলে সমাজের সমস্ত মানুষ তাদের শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতার সার্বিক বিকাশ সুনিশ্চিত করতে পারেন;এমনভাবে যাতে সমাজের সদস্যরা সেই ধরনের উপযুক্ত শিক্ষা অর্জনের সুযোগ পান, যা তাদেরকে সমাজবিকাশের চালিকাশক্তি হিসাবে গড়ে উঠতে সক্ষম করে তোলে, তাদের পছন্দমত পেশা নির্বাচনের জন্য উপযুক্ত করে তোলে এবং এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয় যাতে বর্তমানে প্রচলিত শ্রমবিভাগের ফলে যেভাবে সারা জীবন একটি পেশায় আটকে থাকতে হয় তেমনভাবে দিন না কাটাতে হয়।" (ইকনমিক প্রবলেমস্ অব সোস্যালিজম ইন দি ইউ এস এস আর, পৃ ৭৪-৭৬)

এই কথার মধ্যে কেউ যদি সামাজিক উৎপাদনের গুরুত্বকে খাটো করার চেষ্টা খুঁজে পান (স্ট্যালিন সামাজিক উৎপাদনকে এক নম্বর জায়গায় বসিয়েছেন) তাহলে স্ট্যালিনের প্রতি তিনি স্পষ্টতই মারাত্মকরকম বিদ্বেষব্যাধিতে ভুগছেন — এ কথা বলা ছাড়া উপায় থাকে না। স্ট্যালিন শুধুমাত্র কাগজেপত্রে লেখায় — সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের জন্য বাস্তবে কী কী শর্ত পূরণ করতে হবে এবং তাদের মধ্যে কোনটার গুরুত্ব কার আগে বা পরে — এইগুলি চিহ্নিতই করে দেননি, ঐসব শর্তপূরণের জন্য বাস্তবে কী কী সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করা দরকার, তাও নির্ধারিত করে দেন। সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান নেতৃত্ব নির্ধারিত

সেইসব কর্মসূচীই মূলত রূপায়ণ করছেন, অন্ততঃ এখনও পর্যন্ত আমরা তাই দেখছি, — অথচ একই সঙ্গে এরা স্ট্যালিনকে মসীলিপ্ত করছেন। আমাদের মতে এই আচরণ কমিউনিস্ট আচরণবিধিকে লংঘন করে। অবশ্য, খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে — এরা স্ট্যালিনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব যৌথখামারের যে উদ্বৃত্ত উৎপাদন পণ্যচলাচল ব্যবস্থার অংশ হয়ে পড়ে তাকে ক্রমশ উৎপন্ন বস্তু বিনিময়ের আওতায় আনতে হবে — এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করেননি, বোধহয় যৌথখামারগুলিকে উৎপাদন বাড়ানোর ইনসেন্‌টিভ দেওয়ার জন্য, যেটাকে আমরা আবার একটা বিপজ্জনক ঝোঁক বলেই মনে করি।

পণ্যচলাচল ব্যবস্থাকে সীমাবদ্ধ করার বদলে বাড়িয়ে তোলার জন্য সিপিএসইউ নেতৃত্বের এই বর্তমান কর্মসূচী সাম্যবাদে উত্তরণের পথে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে — তা হয়ত আমরা অচিরেই দেখতে পাব।

জনগণের ক্রয়ক্ষমতা

সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির ষোড়শ কংগ্রেসে প্রদত্ত কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্টে স্ট্যালিন বলেছিলেন, "এই কারণেই এখানে সোভিয়েট ইউনিয়নে, জনগণ কর্তৃক উৎপন্ন সামগ্রী ব্যবহারের, মাস কনসাম্পশনের (অর্থাৎ ক্রয়ক্ষমতার) বৃদ্ধি সবসময়ই উৎপাদনবৃদ্ধিকে ছাপিয়ে যায় ও তাকে সামনের দিকে ঠেলে নিয়ে চলে;অন্যদিকে সেখানে অর্থাৎ পুঁজিবাদী দেশগুলিতে জনগণ কর্তৃক উৎপাদন সামগ্রীর ব্যবহারের (অর্থাৎ ক্রয়ক্ষমতার) বৃদ্ধি কখনই উৎপাদনবৃদ্ধির সাথে তাল রাখতে পারেনা, সবসময়ই পিছিয়ে পড়ে, ফলে তা মাঝে মাঝেই শিল্পের সংকট ডেকে আনে। (স্ট্যালিন রচনাবলী, ১২ খণ্ড, পৃঃ ৩৩২)। দ্য বেসিক ইকনমিক ল প্রবন্ধের লেখকরা কোন কারণ না দর্শিয়েই দাবী করেছেন যে, স্ট্যালিন "সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের ক্রয়ক্ষমতা সবসময়ই প্রকৃত উৎপাদনকে ছাপিয়ে যাওয়ার কথা — এই বক্তব্যকে সমর্থন করে ভুল করেছেন।"

উপরের উদ্ধৃতিতে পরিষ্কার বোঝা যাবে যে, স্ট্যালিন কতগুলি বিষয়ের প্রতি ষোড়শ কংগ্রেসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। বিষয়গুলি হল ঃ সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী — এই দুই পরস্পরবিরোধী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশের বিশেষ ও মৌলিক চরিত্রগুলি কি, দুই ব্যবস্থার বিকাশের অন্তর্নিহিত প্রক্রিয়াগুলি কি এবং পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চাইতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়। বিষয়টা এই রকম নয় — কী হওয়া উচিত, যেমনটা লেখকরা বলেছেন, বিষয়টা হচ্ছে কী রয়েছে কিংবা কী কাজ করছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, বৈশিষ্ট্য কী হবে তা নয়, বাস্তবে কী বৈশিষ্ট্য বিরাজ করছে। 'হওয়া উচিত' এইভাবে বললে একটি ভ্রান্ত ধারণা এসে যায় — সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র যেন তার অর্থনীতির বিকাশের জন্য নূতন অর্থনৈতিক নিয়ম সৃষ্টি করতে পারে। পুঁজিবাদ বা সমাজতন্ত্রে — যে অধ্যায়েই হোক না কেন — অর্থনৈতিক বিকাশের নিয়ম মানুষের ইচ্ছানিরপেক্ষ, মানুষ এই নিয়মগুলিকে আবিষ্কার করতে পারে, তাদের সম্পর্কে জানতে পারে এবং তার উপর ভিত্তি করে সমাজের স্বার্থে এদের প্রয়োগ করতে পারে, ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়াগুলিকে ভিন্ন দিকে চালিত করতে পারে, অন্যান্য যে সমস্ত নিয়মগুলি জোর কদমে সামনে আসতে চাইছে তাদের পথ করে দিতে পারে। কিন্তু মানুষ তাদের ধ্বংস করতে পারে না বা নূতন কোন অর্থনৈতিক নিয়ম তৈরীও করতে পারে না।" (ইকনমিক প্রবলেমস...)। তাছাড়া "...এই বক্তব্য সমর্থন করে (স্ট্যালিন) ভুল করেছেন" বলতে লেখকগণ ঠিক কী বুঝিয়েছেন, তা পরিষ্কার নয়। তারা কি 'সমর্থন' জ্ঞাপন করা অর্থাৎ সঠিক বলে মনে করাকে ভুল বলছেন, না ঐ বক্তব্যকেই ভুল বলতে চান? যদি প্রথমটা বোঝাতে চান, তাহলে তার অর্থ দাঁড়ায় ১৯৩০ সালে যখন বক্তব্যটি প্রথম উপস্থাপিত হয়েছিল তখন তা ঠিক ছিল, কিন্তু বর্তমানে নতুন অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য তা আর কার্যকরী নেই। আর ঐ লেখকেরা যদি দ্বিতীয় বিকল্পটি বুঝিয়ে থাকেন, তাহলে বলতে হয়, সময় নির্বিশেষে বক্তব্যটি আগাগোড়া ভিত্তিহীন। যাই হোক না কেন, লেখকগণ ভুল ছাড়া ঠিক বলেন নি।

কমরেড এল গাটোভস্কি নামে আর এক লেখকের ফ্রম সোস্যালিস্ট টু কমিউনিস্ট ডিস্ট্রিবিউশন (সমাজতান্ত্রিক বণ্টন থেকে সাম্যবাদী বণ্টন) শীর্ষক একটি প্রবন্ধ ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ নামে এক পত্রিকায় (ফেব্রুয়ারী ১৯৬২, ৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা) প্রকাশিত হয়েছে। ঐ প্রবন্ধে লেখক স্ট্যালিনের উপরিউক্ত তত্ত্বগত বিশ্লেষণ প্রত্যাখান করে বলেছেন যে এটি একটি "ডগমা" বা গোঁড়ামি এবং "তত্ত্বগতভাবে আনসাউন্ড" বা ভিত্তিহীন। সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির দ্বাবিংশতিতম কংগ্রেসে প্রদত্ত ক্রুশ্চেভের বক্তৃতার ভিত্তিতে লেখক এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। যেহেতু ক্রুশ্চেভের বক্তৃতাকেই যুক্তি হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে সেটিকে সম্পূর্ণরূপে উদ্ধৃত করাই যুক্তিসঙ্গত। ক্রুশ্চেভ বলেছেন, "বিপ্লবী তত্ত্বের সারবত্তা এবং সৃজনশীলতাকে আর কিছুই তত

বেশী আঘাত করে না, যতটা করে বাস্তবজীবনে ভুল বা ভিত্তিহীন প্রমাণিত কিছু তত্ত্বকে আঁকড়ে ধরে থাকার প্রচেষ্টা। একটা নিদর্শন হল আমাদের অর্থনৈতিক পুস্তক পত্রপত্রিকাতে বহুদিন প্রচলিত একটি তত্ত্ব, যাতে বলা হয় যে সমাজতন্ত্রে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা সবসময় উৎপাদনের চেয়ে এগিয়ে থাকারই কথা এবং এমনকি এই বৈশিষ্ট্যটি পুঁজিবাদের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে সমাজতন্ত্রের একটি উন্নত অবস্থান, বাড়তি সুবিধা ও আমাদের বিকাশের পথে এ এক চালিকাশক্তি। স্পষ্টতঃ এই ভ্রান্ত বক্তব্য উৎপাদন ও তার ভোগ-এর পারস্পরিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী। এর জন্ম হয়েছে স্ট্যালিনের ভুল থিসিস অর্থাৎ ইউ এস এস আর-এ 'জনগণ কর্তৃক উৎপন্ন সামগ্রী ব্যবহারের অর্থাৎ মাস কনসাম্পসনের (ক্রয়ক্ষমতার) বৃদ্ধি সবসময়ই নিরবচ্ছিন্নভাবে উৎপাদন বৃদ্ধিকে ছাপিয়ে যায়।...' তার থেকে। এই বক্তব্যের প্রবক্তারা বাস্তবে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীর স্বল্পতার সপক্ষে যুক্তি খাড়া করে রেশনিং ব্যবস্থা ও তার মানসিকতাকে টিকিয়ে রাখার পক্ষে দাঁড়িয়েও তারা কিন্তু এতটুকু বিচলিত হননি, দুশ্চিন্তায় পড়েননি। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি হল পরিকল্পিত অর্থনীতি। আমরা কী তৈরী করব এবং কতটা পরিমাণে, তার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার সময় জনসাধারণ কী কী সামগ্রী চাইছেন তার প্রতি অতি অবশ্যই আমরা পূর্ণ দৃষ্টি দিতে পারি এবং তা দিতে হবে। লেনিন বলেছিলেন যে সমাজতন্ত্র মানে হল 'সমাজের সমস্ত মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য ও সার্বিক বিকাশকে সুনিশ্চিত করতে সামাজিক উৎপাদনের প্রক্রিয়ার এক পরিকল্পনামাফিক সংগঠন।' একাধিকবার তিনি জোর দিয়ে দেখিয়েছিলেন, উৎপাদনের বিকাশের এমন এক হার বজায় রাখতে হবে, যা জনগণের জন্য উৎপন্ন সামগ্রীর প্রাচুর্য নিশ্চিত করে। আমাদের অবশ্যই লেনিনের এই নির্দেশ অনুযায়ী চলতে হবে। কমরেড ক্রুশ্চেভের* বক্তব্যকে আমরা পুরোপুরি উদ্ধৃত করলাম। সেইসঙ্গে যেহেতু এই বক্তব্য অন্ধকার দূর করার বদলে বিষয়টি আরও ঘোরতর কালো করে তুলল, তাই আমরা তার উদ্দেশ্যে কয়েকটি প্রশ্ন রাখতে চাই। উৎপাদন ও তাকে ভোগ করা — এই দুই-এর সম্পর্ক প্রসঙ্গে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বটি কি? সমাজতন্ত্রে "জনগণের ভোগ্য পণ্য ক্রয়ের পরিমাণ (ক্রয়ক্ষমতার) বৃদ্ধি নিরবচ্ছিন্নভাবে উৎপাদন বৃদ্ধিকে ছাপিয়ে যায়" — স্ট্যালিনের উদ্ভাবিত এই সূত্র কীভাবে অর্থাৎ কী কী কারণে ঐ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তার পরিপন্থী বলা যেতে পারে?

দুঃখের সঙ্গে আমাদের বলতে হচ্ছে, যদিও এই রিপোর্টে কয়েক লক্ষ শব্দ রয়েছে, কিন্তু এইসব অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের জবাব নেই; তার বদলে আছে মতান্ধ হয়ে স্ট্যালিনের বক্তব্যকে ভুল বলে দাবী করা, তাকে উৎপাদন ও ভোগের মধ্যেকার সম্পর্ক প্রসঙ্গে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের পরিপন্থী বলে ঘোষণা করা। কিন্তু মতান্ধ হয়ে দাবী করার মধ্যে যুক্তি থাকে না। অনেক কষ্ট করে লেনিনের বক্তব্য থেকে একটা উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি দেখাতে চেয়েছেন, সমাজতন্ত্র মানে, "সমাজের সমস্ত মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং সার্বিক বিকাশ সুনিশ্চিত করার জন্য সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার একটি সুপরিকল্পিত সংগঠন", যেন স্ট্যালিন এর বিরোধী ছিলেন। নেহাৎই হাস্যকর এই প্রয়াস। তিনি এও মনে করিয়ে দিয়েছেন যে লেনিন একাধিকবার ''জোর দিয়ে দেখিয়েছিলেন — উৎপাদনের বিকাশের এমন এক হার বজায় রাখতে হবে, যা জনগণের জন্য উৎপন্ন সামগ্রীর প্রাচুর্য নিশ্চিত করে।" এই বক্তব্যের সত্যতাকে কি কেউ চ্যালেঞ্জ করেছে? অন্ততঃ স্ট্যালিন করেননি। মুস্কিল হল, ক্রুশ্চেভ অনেক কথা বলেছেন, কিন্তু কাজের কথাটাই উচ্চারণ করেন নি — স্ট্যালিনের বক্তব্য কেন, কী অর্থে তত্ত্বগতভাবে ভুল। ওঁর স্তরের একজন কমিউনিস্ট নেতার ক্ষেত্রে কি ধানাই-পানাই না করে, সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট ভাষায় কথা বলা উচিত ছিল না? সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশের এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে স্ট্যালিন উপরিউক্ত বক্তব্য পেশ করেছিলেন — সে বৈশিষ্ট্য হ'ল সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনকে অব্যাহত নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রসারিত ও নিখুঁত করে তোলার প্রক্রিয়া বা মেকানিজম্‌টি কী — যাতে করে জনগণের স্বাচ্ছন্দ্য ও সার্বিক বিকাশের জন্য উৎপন্ন সামগ্রীর প্রাচুর্য সৃষ্টি করা যায়। ক্রুশ্চেভ ও আমাদের আলোচ্য লেখকেরা সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের একটি অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের লক্ষ্যের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন। অর্থনৈতিক বিকাশের এই বৈশিষ্ট্যটি পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রাকে বাস্তবানুগ করে স্থির করতে সাহায্য করে ঠিকই, কিন্তু এটাই লক্ষ্য নয়।

পুঁজিবাদী অর্থনীতি যখন এড়িয়ে যাওয়ার কোন পথ না পেয়ে অতি উৎপাদনের সংকটে ভুগছে, সেই সময়ে এই ধরনের কোন সংকটের সম্মুখীন হওয়া দূরে থাকুক, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি জনসাধারণের ভোগ্য

---

* পরবর্তীকালে দলত্যাগী ও আদর্শবিরোধী শত্রুতে পরিগণিত

দ্রব্যের প্রাচুর্য সৃষ্টি সুনিশ্চিত করার জন্য, তার সামাজিক উৎপাদনকে আরও সম্প্রসারিত এবং নিখুঁত করে তুলে, নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে যে দাঁড়িয়ে আছে, এটা সম্ভব হচ্ছে কি ভাবে ? এর কারণ কি এই যে কমিউনিস্টদের উৎপন্ন সামগ্রীর প্রাচুর্য সৃষ্টি করার ইচ্ছা থাকে এবং পুঁজিপতিদের সে ইচ্ছা থাকে না? নিতান্ত অজ্ঞ ব্যতীত কেউ এভাবে ভাববে না। এর কারণ হল, পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক এই দুই পরস্পরবিরোধী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যে অর্থনৈতিক নিয়মগুলি কাজ করে তা পরস্পর ভিন্ন ও সেইজন্য এদের অর্থনৈতিক বিকাশের বৈশিষ্ট্যগুলিও ভিন্ন। রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে লেনিন বলেছিলেন, "পুঁজিবাদের পরিধির মধ্যে সামাজিক উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল এক্ষেত্রে ব্যক্তি যে হারে ভোগ করতে পারে, উৎপাদনের যন্ত্র বা উপায় (মিনস্ অব প্রোডাকশন বা প্রোডাক্টিভ কনসাম্পশন) ... তার থেকে অনেক দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায়।" (নির্বাচিত রচনাবলী, লরেন্স অ্যান্ড উইশার্ট পাব্লিকেশন, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮২)। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে জনগণ কর্তৃক ভোগ্যপণ্যের বা উৎপন্ন সামগ্রীর ব্যবহার (মাস কনসাম্পশন) এবং উৎপাদনের বৃদ্ধির মধ্যে এই বিরোধাত্মক দ্বন্দ্বের প্রতিফলন ঘটে কিছুদিন অন্তর অন্তর অতি উৎপাদন সংকট ঘনিয়ে আসার মধ্য দিয়ে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতেও যদি একই জিনিস ঘটত, তাহলে সেখানেও তো অতি উৎপাদনের সংকট দেখা দিত। মনে রাখতে হবে, পুঁজিবাদের অতি উৎপাদন সমাজের সমস্ত মানুষের মোট চাহিদার অর্থে অতি উৎপাদন নয়। এ হল তাদের ক্রয়ক্ষমতার অনুপাতে অতি উৎপাদন। সমাজতন্ত্রে জনগণের ক্রয়ক্ষমতাসঞ্জাত সমস্যা থাকে; সীমিত পরিসরে হলেও, মুদ্রা অর্থনীতি সমেত পণ্য-উৎপাদন ব্যবস্থা তখনও বজায় থাকে; এবং তার ফলে, মূল্যের নিয়ম, ল অব ভ্যালু তখনও কার্যকরী থাকে। সেই অবস্থায়, উৎপাদন বৃদ্ধি যদি মাস কনসাম্পশন (বা ক্রয়ক্ষমতা)-এর থেকে এগিয়ে যায়, তবে তার ফলে দেখা দেয় অতি উৎপাদনের বিপদ; এই অতি উৎপাদন আবার উৎপাদনকে অব্যাহত ধারায় প্রসারিত ও নিখুঁত করে তোলার প্রক্রিয়ার রাশ টেনে ধরে। কিন্তু বাস্তব সত্য হচ্ছে অতি-উৎপাদনের সংকট দূরে থাক, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে অতি উৎপাদনই হয় না। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বাড়তি মূল্য বা 'সারপ্লাস ভ্যালু' সৃষ্টিই হল মূল অর্থনৈতিক নিয়ম; তার লক্ষ্য হল সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন। বিপরীত পক্ষে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য বাড়তি মূল্য সৃষ্টি নয়, লক্ষ্য হল জনগণের বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত প্রয়োজন মেটাতে সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন। সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলিও পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্যের থেকে মূলগতভাবে আলাদা। পুঁজিবাদে যা ঘটে না সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে তাই ঘটে — যেহেতু সামাজিক সম্পদের এক বিরাট অংশ অবিচ্ছিন্নভাবে এমোলিউমেন্ট বা বেতনে রূপান্তরিত করা হয় যার ফলে ন্যূনতম মজুরি অবিরাম বেড়ে চলে। তাই এই প্রক্রিয়া আবার অবিচ্ছিন্ন, সুবিন্যস্ত এবং অবিচল ধারায় ক্রয়ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তুলতে এবং তার দ্বারা যে কোনও একটা বিশেষ অবস্থায় জনগণের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করে তুলতে সাহায্য করে। জীবনযাত্রার এই মানের মধ্যে জনগণের সাংস্কৃতিক ও রুচি-নীতি-নৈতিকতার মানও অন্তর্ভুক্ত; তাকে এমনভাবে ক্রমাগত উন্নততর করে তোলা হয় যাতে করে তা সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের মূল লক্ষ্য অর্জনের সহায়ক হয়ে ওঠে। জনগণের ক্রয়ক্ষমতার এই অবিরাম বৃদ্ধি, জনগণের চাহিদার মাত্রাকেও অনবরত বাড়িয়ে তোলে। এবং এই কারণেই সমাজতন্ত্রে উৎপন্ন সামগ্রীর ব্যবহার বা কন্‌সাম্পশন সবসময়ই প্রকৃত উৎপাদনকে ছাপিয়ে যায়। এটাই জনসাধারণের জন্য সামাজিক ভোগ্য বস্তু উৎপাদনের প্রাচুর্য সৃষ্টি সুনিশ্চিত করার জন্য পরিকল্পিত পথে অগ্রসর হওয়ার নীতিকে সাফল্যের পথে রূপায়িত করার মাধ্যমে সামাজিক উৎপাদনকে ক্রমাগত সম্প্রসারিত করা এবং নিখুঁত করার সর্বদা প্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করে। আমরা সকলেই জানি যে সর্বহারার একনায়কত্ব কোনও কল্পনাপ্রসূত ব্যবস্থা নয়, বা শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বমূলক শাসনকে টিকিয়ে রাখাও নয়; এ হল শ্রেণীসংগ্রামের নিয়ম ও সমাজবিকাশের অন্যান্য বাস্তব নিয়মগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া।

এ হল শ্রেণীশাসনের অবসান ঘটিয়ে বিশ্ব সাম্যবাদী সমাজ অর্থাৎ শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার পথে অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থা ও উপায়। ঠিক একইভাবে, সমাজতন্ত্রে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা উৎপাদনকে ছাপিয়ে যাবে — এই তত্ত্ব কোনও কাল্পনিক তত্ত্ব নয়, অথবা ক্রুশ্চেভ যেমন অভিযোগ করেছেন, সেইরকম কোনও কৌশলও নয়, "যার দ্বারা জনগণের প্রধান প্রয়োজনীয় সামগ্রীর স্বল্পতার সাফাই গাওয়া হয় এবং রেশনিং ব্যবস্থা ও তার মানসিকতাকে টিকিয়ে রাখা হয়।" এটা হবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির একটি বাস্তব বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি — যার ফলে সমাজতন্ত্রে জনসাধারণের ভোগ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য সৃষ্টির জন্য সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়াকে অবিরাম সম্প্রসারিত করা এবং নিখুঁত করে তোলা সম্ভব হয়ে ওঠে।

পুঁজিবাদী উৎপাদনের পরিমাণ

ইকনমিক প্রবলেমস অব সোস্যালিজম ইন দি ইউ এস এস আর তাত্ত্বিক প্রবন্ধে স্ট্যালিন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন ঃ "এটা স্পষ্টতঃ দেখা যাচ্ছে যে, বিশ্ববাজার ভাগ হয়ে যাওয়ার পরে এবং তার ফলে প্রধান পুঁজিবাদী দেশগুলি (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স) কর্তৃক বিশ্বের সম্পদসম্ভারকে শোষণ করার পরিধি সংকুচিত হতে শুরু করার পরেও — পুঁজিবাদের বিকাশের আবর্তন চক্র — উৎপাদনের প্রসারণ ও সংকোচন — আবার প্রসারণ তারপর আবার সংকোচন — এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থেকে যাবে। তবে এই সমস্ত দেশে উৎপাদনের প্রসারণ ঘটবে খুবই সীমিতভাবে — কারণ এই সমস্ত দেশে উৎপাদনের পরিমাণ কমে যাবে।" (পৃঃ ৬৩)। দ্য বেসিক ইকনমিক ল প্রবন্ধের লেখকরা স্ট্যালিনের এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলছেন, "একইরকম ভুল তাঁর সিদ্ধান্ত যে অগ্রগণ্য পুঁজিবাদী দেশে উৎপাদনের সামগ্রিক পরিমাণ যুদ্ধোত্তর পর্বে কমে যেতে বাধ্য।"

এখন প্রথমেই আমরা ঐ লেখকদের কাছে জানতে চাই — কোথায় তারা পেলেন যে স্ট্যালিন বলেছেন "...উৎপাদনের সামগ্রিক পরিমাণ যুদ্ধোত্তর পর্বে কমে যেতে বাধ্য" — স্ট্যালিন তো এভাবে বলেননি, অন্ততঃ উপরে উদ্ধৃত পরিচ্ছেদে তো নয়। সেখানে তো তিনি বলছেন যে, "তবে এই সমস্ত দেশে উৎপাদনের প্রসারণ ঘটবে পূর্বের চেয়ে সীমিতভাবে কারণ এই সমস্ত দেশে উৎপাদনের পরিমাণ (উৎপাদনের 'সামগ্রিক' পরিমাণ নয়) কমে যাবে। (কমে যেতে বাধ্য—এভাবে বলা হয়নি।) এটা কি ধরনের নৈতিকতার পরিচায়ক — স্ট্যালিন যে কথা সত্যিই বলেননি, তার জন্য তাঁকে সমালোচনা করা হচ্ছে? এটা স্ট্যালিনের যা বক্তব্য তা কি বিকৃত করা হল না? স্ট্যালিনের বিরোধিতা করার অতি উৎসাহে স্ট্যালিন আসলে কি বলেছেন আর আদৌ কি বলেননি — তা খেয়াল করতেই ঐ লেখকরা বোধহয় ভুলে গেলেন।

তাছাড়া ঐ লেখকগণ স্ট্যালিনের বিশ্লেষণের বিরোধিতা করতে গিয়ে তাঁর বক্তব্যের এক অংশকে অর্থাৎ উৎপাদনের পরিমাণ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য অন্য অংশের থেকে আলাদা করে নিয়েছেন (এবং তাও বিকৃত রূপে) এবং বক্তব্যের অন্য অংশ সম্বন্ধে চুপ করে থেকেছেন। কিন্তু সকলেই স্বীকার করবেন যে "উৎপাদনের পরিমাণ কমে যাবে" স্ট্যালিনের এই মন্তব্যের যথার্থ তাৎপর্য যদি সত্যিই কেউ বুঝতে চান — তাহলে তাঁকে তা বুঝতে হবে স্ট্যালিনকে ইকনমিক প্রবলেমস অব সোস্যালিজম ইন দি ইউএসএসআর গ্রন্থ থেকে যে উদ্ধৃতি আমরা উপরে দিয়েছি, তার অন্তর্গত অন্যান্য মন্তব্যের সঙ্গে মিলে, সঠিক প্রসঙ্গ বুঝে; কারণ স্ট্যালিনের ঐ মন্তব্য উদ্ধৃতির অন্তর্গত তাঁর অন্যান্য মন্তব্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। কিন্তু তা না করে, কেউ যদি এই মন্তব্যকে অন্যগুলির থেকে আলাদা করে নেয় এবং তারপর তার অর্থ খুঁজতে যায়, যার অর্থ হবে একমাত্র অন্য যে সমস্ত বক্তব্যের সাথে মিলে এই মন্তব্য অর্থবহ হয় তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে মন্তব্যটিকে বিচার করা। অথচ আলোচ্য লেখকেরা তাই করেছেন, তাও বিকৃতভাবে। ফলে এতে যে শুধু একজন মন্তব্যটির প্রকৃত তাৎপর্যকে ঠিকভাবে না পেরে ভুল বুঝবেন তাই নয়; এঁদের এই কাজ —স্ট্যালিন কী বলেছিলেন, জেনে বুঝে সে সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা সৃষ্টি করার একটি ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা হয়ে দাঁড়াবে।

এছাড়াও আছে। আমরা না বলে পারছি না যে এই স্বঘোষিত তাত্ত্বিকেরা, দ্য বেসিক ইকনমিক ল প্রবন্ধের লেখকরা স্ট্যালিনের সিদ্ধান্তে ভুল ধরার উদগ্র বাসনায় স্ট্যালিন তাঁর বক্তব্যে কী বলতে চেয়েছিলেন তা ধরতেই পারলেন না।

মোটামুটি বোঝেন এমন মানুষের পক্ষেও বোঝা মোটেই শক্ত নয় যে স্ট্যালিন কখনই বলেননি যে উৎপাদনের পরিমাণ কোন অবস্থাতেই কোন বিশেষ পুঁজিবাদী দেশে শিল্পের কোন বিশেষ শাখায় কিছু সময়ের জন্যও কখনই বাড়তে পারে না। তিনি যা বুঝিয়েছিলেন তা হল ১৯৩০ সালের বিশ্বজোড়া আর্থিক সংকটের পরেও পুঁজিবাদ উৎপাদন বৃদ্ধির যে হার বজায় রাখতে পেরেছিল, বিশ্বপুঁজিবাদের তৃতীয় তীব্র সাধারণ সংকটের পর্বে তারা সে হারের সাথেও তাল রাখতে পারবে না। এবং সাধারণভাবে, উৎপাদনবৃদ্ধির হারের ক্ষেত্রে ক্রমশঃ নিম্নগামী প্রবণতা দেখা দেবে। একথার দ্বারা কখনই এমন বোঝায় না বা ধরে নেওয়া হয় না যে কিছু সাময়িক ফ্যাক্টর বা কারণের প্রভাবে কৃত্রিম কিছু উদ্দীপক উপায়ের সাহায্য নিয়ে কোন বিশেষ পুঁজিবাদী দেশে শিল্পের কোন বিশেষ শাখায় কিছু সময়ের জন্যেও উৎপাদন অস্থায়ী বা সাময়িকভাবে বাড়তে পারে না। কিন্তু কৃত্রিম উদ্দীপক সহ এই সমস্ত সাময়িক ফ্যাক্টরগুলি চিরকাল কাজ করতে পারেনা। একদিন তারা নিঃশেষ হয়ে যাবেই এবং বৃদ্ধির হার (উৎপাদনের পরিমাণ নয়) আবার নিম্নগামী হওয়ার প্রবণতা দেখা দিতে বাধ্য। এই অর্থে এবং আজকের পুঁজিবাদের এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্ট্যালিন মন্তব্য করেছিলেন — "উৎপাদনের

পরিমাণ কমে যাবে।" সত্যিই দেখে দুঃখ হয়, কীভাবে আমাদের 'তাত্ত্বিক' বন্ধুরা, দ্য বেসিক ইকনমিক ল-র লেখকরা স্ট্যালিনের বক্তব্যের যথার্থ তাৎপর্যকে ধরতে না পারায় — দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রধান পুঁজিবাদী দেশগুলিতে মন্দা ও নিম্নগামিতার প্রবণতা সত্ত্বেও উৎপাদনের পরিমাণের সাময়িক ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার দেখা দেওয়ার কারণ বা কারণগুলিও বুঝতে পারলেন না। আর তার ফলে তারা স্ট্যালিনের বক্তব্যকেই ভুল বলে বাতিল করে দিলেন।

তাছাড়া স্ট্যালিন যখন বলেছিলেন যে প্রধান পুঁজিবাদী দেশগুলিতে উৎপাদনের পরিমাণ কমে যাবে, তখন তাঁর নজর ছিল ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহের দিকে — একদিকে একটিমাত্র সর্বব্যাপক বিশ্বপুঁজিবাদী বাজার ভেঙে যাওয়ায় এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক বাজার সৃষ্টি হওয়ার ফলে পুঁজিবাদী শোষণের পরিধি সংকুচিত হওয়ার জন্য সম্ভাব্য পরিণামের দিকে এবং অন্যদিকে ইতিমধ্যে সংকুচিত এই বাজারে সদ্যস্বাধীন নবজাগ্রত জাতীয় রাষ্ট্রগুলির (প্রতিযোগিতায়) ঢুকে পড়া — এই সমস্ত ঘটনার দিকে। সম্ভাবনা আর বিদ্যমান বাস্তব এক নয়। সম্ভাব্য পরিণাম আর বিদ্যমান বাস্তবের মধ্যে সবসময়ই একটা অন্তর্বর্তীকালীন অধ্যায় থাকে। প্রধান পুঁজিবাদী দেশগুলিতে উৎপাদনের পরিমাণের কোনরকম বৃদ্ধি ঘটলে তা যুক্তিগ্রাহ্যভাবে কখনই নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে না যে ভবিষ্যতে উৎপাদন হ্রাস পাবে না।

তাছাড়া প্রধান পুঁজিবাদী দেশগুলিতে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটে মূখ্যত চারটি কারণে — (১) অর্থনীতির সামরিকীকরণ এবং অস্ত্রসম্ভার বৃদ্ধি, (২) যে সমস্ত ফিক্সড ক্যাপিটাল বা স্থিত পুঁজির মেয়াদ বহুদিন হল উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে, তাদের নবীকরণ, (৩) বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরের অধ্যায়ে জার্মানী, জাপান, ও ইটালীর মত প্রতিযোগী না থাকায় অন্যান্য প্রধান পুঁজিবাদী দেশে অধিকতর অর্থনৈতিক প্রসার এবং (৪) এই সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণীর উপর পুঁজিবাদী শোষণের তীব্রতা বৃদ্ধি। কোনও সন্দেহ নেই, যেমনটা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, এই সমস্ত কারণের অধিকাংশই অর্থনীতিকে সাময়িক ও কৃত্রিমভাবে উজ্জীবিত করে তুলতে পারে। তাই সবসময়ের জন্য এরা কার্যকরী থাকতে পারে না। একদিন না একদিন তারা নিঃশেষ হয়ে যাবেই, এবং তার ফলে উৎপাদনের পরিমাণ আবার হ্রাস পাবে।

বিংশতিতম কংগ্রেসে প্রদত্ত রিপোর্টে ক্রুশ্চেভও, এই পরিস্থিতির যে উদ্ভব হতে পারে, তা উল্লেখ করেছেন, একে অস্বীকার করতে পারেন নি। তাই তিনি বলেছেন, "আজ পুঁজিবাদী দুনিয়া এমন এক জায়গায় পৌঁছাচ্ছে, যখন সাময়িক ফ্যাক্টর বা কারণগুলির (অর্থনীতিতে) তেজীভাব আনার ক্ষমতা নিঃশেষিত হয়ে পড়ছে। কিছু কারণ, যথা প্রচুর পরিমাণে মেয়াদী স্থিত পুঁজির পুনর্নবীকরণ এবং বিদেশের বাজারে অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক অবস্থা — এইগুলি কেবলমাত্র দীর্ঘস্থায়ী ও প্রবল যুদ্ধবিগ্রহের পরের অধ্যায়ে কার্যকর ছিল। অন্যগুলি সাধারণতঃ উৎপাদনে সাময়িক বৃদ্ধি ঘটাতে পারে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির আভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহের যে ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার সহায়তায় অতীতে পুঁজিবাদ উৎপাদনকে বাড়িয়ে তুলতে পারত — তা ক্রমশঃ দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়ছে। আজকে তাই উৎপাদনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে পুঁজিবাদের কৃত্রিম সাহায্যের আরও বেশি প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।" ক্রুশ্চেভের এই বিশ্লেষণের থেকে যুক্তিসঙ্গতভাবেই আনুষঙ্গিক সিদ্ধান্ত করা যায় যে প্রধান পুঁজিবাদী দেশগুলিতে উৎপাদনের পরিমাণ, আজ হোক্, কাল হোক্ কমে যেতে বাধ্য; যখনই হোক্, এ না ঘটে পারে না। স্ট্যালিনের বক্তব্যও তাই। ক্রুশ্চেভের কথাগুলি থেকে অন্তত একটি বিষয় জলের মত পরিস্কার। স্ট্যালিনের বিরোধিতা করার প্রবল উৎসাহে ক্রুশ্চেভ বুঝতেও পারেননি যে, যে সমস্ত তথ্য বা পর্যবেক্ষণগুলির সাহায্য নিয়ে তিনি স্ট্যালিনের বক্তব্য খণ্ডন করতে গিয়েছেন, সেইগুলি বাস্তবে কিন্তু তাঁরই বিরুদ্ধে গিয়েছে এবং স্ট্যালিনের বক্তব্যকেই সত্য বলে প্রতিপন্ন করেছে। আর তার সঙ্গে দ্য বেসিক ইকনমিক ল প্রবন্ধের লেখক এইসব তথাকথিত 'তাত্ত্বিক' ও ক্রুশ্চেভের 'মন্ত্রশিষ্য' — যারা স্ট্যালিনকে নস্যাৎ করার জন্য প্রায়ই ক্রুশ্চেভের নির্দেশ ও সিদ্ধান্তকে তোতাপাখির মত আউড়ে যান — তারাও আশঙ্কা করতে পারেননি — যে তাদের 'গুরু' ও তার সাথে তারাও স্ট্যালিন ও তাঁর শুদ্ধ চিন্তাভাবনার বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে গিয়ে এমন কঠিন প্যাঁচে পড়ে যাবেন!

এই প্রসঙ্গে আরও কিছু বিষয় উল্লেখ করা দরকার। বিংশতিতম কংগ্রেসে প্রদত্ত রিপোর্টে ক্রুশ্চেভ ও ঐ কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণে মিকোয়ান — উভয়েই, একটু আগে আমরা স্ট্যালিনের যে বক্তব্য উদ্ধৃত করেছি — ঠারেঠোরে তার প্রসঙ্গ টেনে ইঙ্গিতে বলতে চেয়েছেন যে পুঁজিবাদের সাধারণ সংকট বলতে স্ট্যালিন বুঝিয়েছেন সর্বাত্মক মন্দা, উৎপাদন ও কারিগরী উন্নতি বন্ধ হয়ে যাওয়া। এ সত্যের অপলাপ মাত্র। ইকনমিক প্রবলেমস অব

স্যোস্যালিজম ইন দি ইউএসএসআর গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত ঐ অনুচ্ছেদে স্ট্যালিনের বক্তব্য "এই সমস্ত দেশে উৎপাদনের প্রসারণ ঘটবে পূর্বের চেয়ে সীমিত হারে অর্থাৎ অল্পস্বল্প হারে" — এই কথাগুলি নিশ্চয়ই সর্বাত্মক মন্দা ও উৎপাদন থেমে যাওয়া বোঝায় না, বরং একই সঙ্গে উৎপাদনের প্রসারণ ও উৎপাদনের চরিত্র, অর্থাৎ মন্দার প্রবণতা বোঝায়। লেনিনীয় চিন্তার সঙ্গে এ চিন্তা সঙ্গতিপূর্ণও বটে। ইম্পিরিয়ালিজম, দ্য হাইয়েস্ট স্টেজ অব ক্যাপিট্যালিজম (সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর) গ্রন্থে, লেনিন বলেছেন, "আমরা যা দেখলাম একচেটিয়া পুঁজিই হল সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে গভীর অর্থনৈতিক ভিত্তি। এ হল পুঁজিবাদের একচেটিয়া রূপ অর্থাৎ যে একচেটিয়া উদ্ভুত হয়েছে পুঁজিবাদের মধ্য থেকেই, যা পুঁজিবাদ, পণ্য উৎপাদন ও প্রতিযোগিতার বাতাবরণে টিকে থাকে, এবং এই সাধারণ বাতাবরণের স্থায়ী এবং অনিরসনীয় দ্বন্দ্বে আবদ্ধ থাকে। তাসত্ত্বেও, একচেটিয়া যা কিছু — তাদের সবার মতই একচেটিয়া পুঁজিও অনিবার্যভাবে মন্দা ও ক্ষয়িষ্ণুতার জন্ম দেয়। যখনই একচেটিয়া মূল্য সাময়িকভাবে হলেও স্থিতিশীল হয়ে পড়ে, তখনই কারিগরী এবং সেই সঙ্গে, সমস্ত রকম উন্নয়নের স্টিমুলাস (তাগিদ) কিছুটা অর্থে লোপ পায় এবং তার ফলে ততটুকু পরিমাণে অর্থনীতিতে কারিগরী উন্নয়নকে জেনে বুঝে ব্যাহত করার অবস্থা সৃষ্টি হয়। তবে একথা নিশ্চিত যে পুঁজিবাদের একচেটিয়া স্তরেও কখনই পুরোপুরিভাবে ও দীর্ঘ সময়ের জন্য বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতা দূর হয় না (এবং প্রসঙ্গতঃ বলা ভাল আল্ট্রা-ইম্পিরিয়ালিজম অর্থাৎ চূড়ান্ত সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্বটি সম্পূর্ণ অবাস্তব হওয়ার এটাই অন্যতম কারণ);এবং এও নিশ্চিত যে, উৎপাদনের ব্যয় কমানো এবং কারিগরী উন্নতিতে প্রয়োগ করে মুনাফা বাড়ানোর সম্ভাবনা, অবস্থার পরিবর্তনে কাজ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মন্দা ও ক্ষয়ের প্রবণতা চলতেই থাকে, যা একচেটিয়ার বৈশিষ্ট্য, শিল্পের কোন কোন শাখায়, কোন কোন দেশে কিছু সময়ের জন্য প্রবল হয়ে ওঠে।" (পৃঃ ১২০-১২১) লেনিন এই কথাগুলি লিখেছিলেন এমন এক সময়ে যখন সামগ্রিক অর্থে পুঁজিবাদ আগের চেয়ে অনেক দ্রুতগতিতে বিকশিত হচ্ছিল। যখন বিশ্ববাজারের একটা আপেক্ষিক স্থায়িত্ব ছিল। এখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাধারণ সংকট তীব্রতর হয়ে ওঠার পর যে সময়কার বৈশিষ্ট্য হল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক বাজার-এর অভ্যুদয়ের ফলে অতীতের পুঁজিবাদী বিশ্ববাজার সংকুচিত হওয়ায় এবং সেই সংকুচিত বাজারে সদ্যস্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্রগুলি (প্রতিযোগী) হিসাবে ঢুকে পড়ায় পুঁজিবাদী বাজার তার পূর্বেকার আপেক্ষিক স্থায়িত্ব পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছে — এমন একটা অধ্যায়ে মন্দা ও ক্ষয়ের প্রবণতা আরও প্রকট হয়েছে এবং তা শিল্পের অধিক সংখ্যক ও নতুন নতুন শাখায় এবং অধিকতর সময় ধরে পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। এই সমস্ত কিছু থেকেই কি প্রধান পুঁজিবাদী দেশগুলিতে উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনাই প্রতিফলিত বা নির্দেশিত হচ্ছে না?

রাজনৈতিক অর্থনীতিতে স্ট্যালিনের অবদান

দ্য বেসিক ইকনমিক ল প্রবন্ধের লেখকরা অভিযোগ করেছেন যে স্ট্যালিন "সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক অর্থনীতির বিকাশের গতিরোধ করেছেন — সমাজবিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন।" সারা দুনিয়ার কমিউনিস্টরা উপকৃত হ'ত যদি এই লেখকরা দু'একটি উদাহরণ দিয়ে দেখাতেন কীভাবে স্ট্যালিন রাজনৈতিক অর্থনীতির বিকাশের গতিরোধ করেছেন, কীভাবে তিনি সমাজবিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন। কোনও কিছু প্রমাণ করার এই সর্বজনগ্রাহ্য উপায়কে কিন্তু লেখকগণ অত্যন্ত নীতিবিগর্হিত পথে এড়িয়ে গিয়েছেন ও পরিবর্তে কাদা-ছোঁড়া ও বিষউদগীরণের রাস্তা ধরেছেন। এদের অভিযোগগুলি যদি অংশতও সত্য হ'ত, তাহলেও আমরা বুঝতে পারছি না কমরেড এল ভি ইয়ারোশেঙ্কো, এ ভি সানিনা, ভি জি ভেনঝের, এ আই নোটকিন এবং অন্যান্যরা কি করে খোলাখুলিভাবে স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক অর্থনীতি সম্পর্কে তাঁদের মতামতের সপক্ষে আদর্শগত সংগ্রাম চালাতে পারলেন? যদি স্ট্যালিনের জন্য সমাজবিজ্ঞানে গবেষণা চালানো কঠিন হয়ে থাকে, তাহলে তিনি কেন রাজনৈতিক অর্থনীতির খসড়া বা প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তককে ত্রুটিমুক্ত করে তোলার জন্য কমিটিতে তাঁর মতের সমর্থক লোক দিয়ে ভর্তি করলেন না? উল্টে, "শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকটির লেখক ও সমর্থক নয়, বিরোধীদের, যারা আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং খসড়া পাঠ্যপুস্তকের কট্টর সমালোচক — এঁদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করার" পরামর্শ দেন। (ইকনমিক প্রবলেমস অব সোস্যালিজম ইন দি ইউএসএসআর, পৃঃ ৫২) স্ট্যালিন যদি সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক অর্থনীতির অগ্রগতিকে রোধ করে থাকেন, তাহলে সোভিয়েট ইউনিয়ন কি করে তাঁর

নেতৃত্বে কমিউনিজমের দিকে চমকপ্রদ অগ্রগতি অর্জন করতে পারল? সন্দেহ নেই সাধারণভাবে ব্যক্তিপূজা এবং বিশেষ করে স্ট্যালিনপূজা কমিউনিস্ট আন্দোলনে অপূরণীয় ক্ষতি করেছে। সকলেই স্বীকার করবেন যে তীব্র কমিউনিজম-বিরোধী এই মনোভাব গোড়া থেকে উপড়ে ফেলতে হবে। কিন্তু তার রাস্তা স্ট্যালিনের রচনাকে বস্তাবন্দী করে বিসর্জন দেওয়া নয়। তাঁর সিদ্ধান্তে ভুল থাকলে, তা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে হবে মার্কসবাদী দ্বান্দ্বিক যুক্তিতর্কের মাধ্যমে। কিছু সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন গুরুগম্ভীর শব্দ উচ্চারণ করে আর পাণ্ডিত্যপূর্ণ অসার দাবী করে এই সমস্যার সমাধান হবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, দ্য বেসিক ইকনমিক ল প্রবন্ধের লেখকরা স্ট্যালিনকে ছোট করার জন্য এই রাস্তাই ধরেছেন। যেমন ধরুন, স্ট্যালিনের সিদ্ধান্তের সঙ্গে তাদের ভিন্নমত বোঝাতে তারা লেনিনের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছেন, "কমিউনিজম তখনই আমাদের কাছে যথার্থ হয়ে ওঠে, যখন তা একটা শক্তপোক্ত অর্থনৈতিক ভিতের উপর দাঁড়িয়ে থাকে।" ভূ-ভারতে এমন কেউ আছেন, যিনি এই কথার থেকে স্ট্যালিনের ভুল কোথায় তা বোঝা দূরে থাকুক, স্ট্যালিনের সঙ্গে উক্ত লেখকদের মতভেদ কি নিয়ে তার কোন ইঙ্গিত পেতে পারেন? লেখককুল, বারংবার বিরক্তিকর ভাবে কিছু গুরুগম্ভীর শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেছেন যথা 'শক্ত মজবুত অর্থনৈতিক ভিত্তি', 'সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদে উত্তরণকে পরিচালিত করে যে সমস্ত লেনিনীয় নীতি', 'সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের বাস্তব লক্ষ্যনিরূপণের সমস্যার সৃজনশীল বিশদ ব্যাখ্যা' ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এই শব্দগুলির বিশেষ অর্থ ও তাৎপর্য কী এবং স্ট্যালিন কোথায় ও কীভাবে মজবুত অর্থনৈতিক ভিত্তিকে দুর্বল করেছেন বা 'লেনিনীয় নিয়ম'কে লঙঘন করেছেন তা তুলে ধরার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নীরব থেকেছেন। এরা কি একটিও এমন উদাহরণ দিতে পারবেন যা থেকে প্রমাণ হয় যে তারা সমাজতন্ত্রের মৌলিক অর্থনৈতিক চরিত্র সম্পর্কে স্ট্যালিনের বক্তব্যকে উন্নততর করেছেন এবং তার থেকে এগুতে পেরেছেন?

উন্নততর করা দূরে থাক, এই লেখকরা শুধু যে সমাজতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক চরিত্র সম্পর্কে স্ট্যালিনের বক্তব্য ছাড়িয়ে এগুতে পারেননি, তাই নয়, উপরন্তু যখনই তারা কোনওরকম অগ্রগতির চেষ্টা করেছেন তখনই তারা মারাত্মক ভুল করেছেন। যেমন তাদের একটা মারাত্মক ভুল হল — তারা স্ট্যালিনের বক্তব্যকে খণ্ডন করে এবং তার থেকে আর এক ধাপ এগিয়ে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য — চাহিদা উৎপাদনকে ছাপিয়ে যায় — এই বক্তব্য খারিজ করেছেন এবং তার দ্বারা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি, বিশেষত, তার কৃষি অর্থনীতিকে বিপন্ন করে তুলেছেন। ক্রুশ্চেভ ও এইসব তথাকথিত তাত্ত্বিকরা অন্য যেসব কর্মসূচী নিয়ে এগুচ্ছেন, বিশেষতঃ যেসব পণ্য চলাচলের পরিধিকে ক্রমশঃ সীমিত করে একইসঙ্গে উৎপন্ন সামগ্রী বিনিময়ের পরিধি বাড়িয়ে তোলার বদলে প্রথমটিকে ব্যাপকতর ও দ্বিতীয়টিকে সঙ্কুচিত করার কর্মসূচী, এবং ইনসেন্টিভ দেওয়ার কর্মসূচী ইত্যাদি এইসব কর্মসূচীর মধ্যে নিহিত রয়েছে সংশোধনবাদের জন্ম দেওয়ার মারাত্মক রকম বিপজ্জনক সম্ভাবনা এবং পুঁজিবাদকে ফিরিয়ে আনার প্রবণতাকে বাড়িয়ে তোলার রাস্তা তৈরী করার বিপদ।

স্ট্যালিনকে যথার্থ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পক্ষপাত দুষ্ট বিচার যেন তার কালো ছায়া বিস্তার না করে। তাঁর রচনাগুলিকে বারবার পাঠ করা হোক, দুর্বলতা ও ভ্রান্তি যদি কিছু থাকে তাদের ঠিকভাবে এবং নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হোক এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ঐশ্বর্যভাণ্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলা হোক। শ্রেণী এবং জনগণকে শিক্ষিত করার এবং কমিউনিস্টদের আদর্শগত সচেতনতার মানের অগ্রগতি ঘটানোর — এটাই একমাত্র রাস্তা।

প্রথম প্রকাশ ঃ
সোস্যালিস্ট ইউনিটি
সেপ্টেম্বর, ১৯৬২